বাতড়িত পল   গাঁথিয়া বিরল
    যেন পারিজাত মালা।
রায়ের চরনে   যত কপিগনে
    যোড় করে দুই হাত
লঙ্কা লুটিবারে   যতেক বানরে
    বলিছেন রঘুনাথ।
পাইয়া আরতি   চলে বাযুগতি
    যতেক বানরগন
কহে কীর্ত্তিবাসে   সভার উল্লাষে
    হরষিত জগজন।

বান খাইয়া রাবন রাজা করে ছটফটি
পড়িল রাবন রাজা কাযড়াইয়া মাটি।
দশ যোজন দীর্ঘল রাবনের রথখান
পঞ্চশত হাত রাবন দীর্ঘল পুমান।
ক্রোধ করিয়া যুদ্ধ যখন করে লঙ্কেশ্বর
রাবনের শরীর যেন সুমেরুশেখর।

কুম্ভ অস্ত্র বুকে ফুটিয়া পড়িল রাবণ
সকল দেবতা করে পুষ্প বরিষণ।
দশ যোজন রথখান রাবণ চাপিয়া পড়ে
লাফ দিয়া বানর যায় লঙ্কার ভিতরে।
নানা রত্ন মণি মানিক ভাণ্ডার দাঁদুড়ি
বাছিয়া২ লোটে রাবণের ভাল২ সুন্দরী।
রাবণ রাজা আনিয়াছে ভাল২ সুন্দরী
একেক বানরে লোটে দশ বিদ্যাধরী।
যত ধন লোটে বানর তাহে নাহি মন
কন্যা সব পাইয়া বানর হরষিত মন।
রাম বলেন বিভীষণ শুনহে বচন
লঙ্কার ভিতরে শীঘ্র করহ গমন।
দেবকন্যা সব তারা স্বর্গ বিদ্যাধরী
যত্ন করি রাখ গিয়া আপনার পুরী।
বানর না জানিবে তোমার কোন পুরী
আপনার কি বহু রাখ গিয়া স্ত্রী।
সহজে চঞ্চল বড় দুর্জ্জয় বানরগণ
জাতি নষ্ট করে পাছে চল বিভীষণ।

রাম বলেন বানরকটক লুটে দেহ ক্ষমা
বিভীষণের আওয়াসে না যাইও কোন জনা।
রামের আজ্ঞায় নেঙটিল বানরগণ
রাবণ পড়িল বিভীষণ যুড়িল ক্রন্দন।
সিংহের বিক্রম ভাই সংগ্রামে পণ্ডিত
হেন জন ভূমে লোটায় হারাইয়া সম্বিত।
অনাগত বলিলাম হইল বিদ্যমান
মন্ত্রী সব তোমার তরে বুঝাইল আন।
বুক্ষ অগ্নি বাণ হইল কলসির জলে
ত্রিভুবন বিজয়ী বীর লোটায় ভূমিতলে।
রাণী সব অনাথ হইল পরমসুন্দরী
নানা ভোগ ছাড়িল কনকলঙ্কাপুরী।
অমরাবতী লোটেন ভাই ইন্দ্র দেব জিনে
হেন দেবের কন্যা তোমার লইয়া যায় আনে।
অদ্ভুত রাক্ষস তুমি হইলা দুরাচারী
তুমি ভূমে লোটাও যেন চন্দ্র অধিকারী।
চন্দ্র গুঁড়া কর তুমি হাতের চাপনে
রাবণ মহাবল পড়িল চমকিত ত্রিভুবনে।

রামের বানে রাবন অধিক রন করিতে নারি
বিক্রম করিয়া রাবন সিংহ হস্তী মারি।
রাম বলেন বিভীষন বিচারে পণ্ডিত
মরানা গিয়া এত কান্দ নহেত উচিত।
বড় শক্তি করিল তোমার ভাই অধিকারী
রাবনের তেজ দেখে কনকলঙ্কাপুরী।
সর্ব্ব কাল জিনি এক কালে হারি
সর্ব্ব কাল ঘর্শ নাই হিমের বিমরি।
ত্রিভুবন জিনিয়া সুখে ছিল অপার
আমার বানে পড়িয়া গেল স্বর্গদ্বার।
ক্রন্দন সম্বর তুমি কার্য্যে দেহ মন
রাবনের অগ্নিকার্য্য শীঘ্র তর্পন।
রামের আজ্ঞায় বিভীষন রাবন পোড়াতে নড়ে
মন্দোদরী বার্ত্তা পাইল থাকি ভিতর গড়ে।
সূর্য্যের কিরন না দেখে যে সকল স্ত্রী
রনস্থলে আসিয়া কান্দে দশ হাজার সুন্দরী।
বিস্তর কাল জীনে লোকে বিস্তর কথা শুনে
সুমেরু পর্ব্বত পড়ে মানুষের বানে।

শাত্র মিত্র বিভীষন বুঝাইল হিত
সীতা দিয়া রামের মনে করহ পীরিত।
আমা সভার আইওত চুটিবে তব মরন
তেকারনে না শুনিলে হিত যে বচন।
লঙ্কা নাহি রাবন তুমি লোটাও কার বানে
মনুষ্যরূপে তোমারে মারিল নারায়নে।
আজি হইতে রাম সীতার দুঃখ বিমোচন
আজি হইতে তোমার আমার নাহি দরশন।
সুন্দর শরীর তোমার লোটাও বিচিত্র বেশে
এত সম্পদ নষ্ট করিলে আপনার দোষে।
দেব দানব আমার স্বামী লঙ্কেশ্বর
ত্রিভুবনের ভিতর মোর কারে নাহি ডর।
এক বানে নষ্ট হইল এতেক সম্পদ
স্বপ্নেও না দেখি আমি তোমার আপদ।
বাছিয়া বিবাহ করিলে দেব দানবদুহিতা
রূপে গুনে যৌবনে সতী পতিব্রতা।
অন্তঃপুরে থাকে স্ত্রী নপুংসকে রাখে
তোমা বই তোমার স্ত্রী সূর্য্য নাহি দেখে।

রাক্ষস হইয়া কর গোঁসাঞির সনে বাদ
এখনি জানিনু আমি পড়িল প্রমাদ।
ইন্দ্রজিতার মা আমি লোটাইয়া কান্দি বুলি
সম্ভাষা না কর আমি সহাগে আগুলি।
তখনি বলিয়াছি আমি রাম ভগবান
রামের সনে বাদ করিলে নাহি পরিত্রাণ।
বিনাইয়া২ কান্দে রাণী মন্দোদরী
দশ হাজার সতিনে প্রবোধ দিতে নারি।
না কান্দ না কান্দ রাণী প্রাণ কর স্থির
তোমার ক্রন্দনে সভার বুক হইল চির।
রঘুনাথ এতেক স্ত্রী করিল বিধবা
দশ হাজার সতিনী মেলি করিব সেবা।
প্রবোধ না মানে রাণী হইল উতরোল
রাম দেখিতে চলে রাণী নাহি শুনে বোল।
আমার স্বামী মারিলেক কেমত জনে
হেন রাম দেখিব গিয়া আপন নয়নে।
কাপড় না সম্বরে রাণী হইল উতরোলি
শ্রীরাম দেখিতে যায় আওদড় চুলি।

রন অবসাদে বসিয়াছেন রঘুনাথ
হেনকালে মন্দোদরী করিলেক প্রণিপাত।
সীতাহেন দেখেন রাম রাণী মন্দোদরী
জন্ম আইওত বলিয়া রাম আশীর্ব্বাদ করি।
সীতা বই রঘুনাথের অন্য নাহি মন
সীতার হেন কথা রাম দেখেন সর্ব্ব ক্ষণ।
চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবী সমুদ্র যদি চাড়ে
তবেসে প্রভু রামচন্দ্র তোমার বোল নড়ে।
রামের কথা শুনিয়া রাণী বলে ততক্ষণ
কেন হেন বর দিলা রাম নারায়ণ।
মন্দোদরির কথা শুনিয়া রামের বিস্ময়
আপনার মন্দোদরী করে পরিচয়।
জগতে বিদিত শুনিয়াছ ময়দানব
যাহার কৌতুকশেলে লক্ষ্মণ পরাভব।

তাহার নন্দিনী রাবণঘরণী
নাম মোর মন্দোদরী

তোমার চরনে করিতে প্রনামে
 ত্যজিয়া আইনু পুরী।
শুন মহাশয় করি পরিচয়
 রাম ত্রিদশের নাথ
লঙ্কার ঈশ্বরী নাম মন্দোদরী
 করিলাম যোড়হাত।
দেবের ঈশ্বর দেব পুরন্দর
 যাহার বানেতে হানি
ইন্দ্রজিত নাম মারিল লক্ষ্মন
 তাহার জননী আমি।
কি বলিব আর সুরাসুর নর
 শুক্র বৈরি রাবনের রানী
দেব দ্বিজভক্ত শোকেতে দুঃখিত
 শুন অহে গুনমনি।
জন্ম আইওত করি বর দিলা হরি
 এ কভু নহিবে আন
কাহার আইওতে হরিব আইওতে
 মোরে কর সন্নিধান।

সত্য কাল হৈতে এ চারি যুগেতে
ব্যর্থ না যায় তব বাণী
দারুণ প্রহারে নাশিলে প্রভুরে
হেন বর দিলা কেনি।
চন্দ্রের বদন রঘুর নন্দন
ঈষতে হৈল হরষিত
বচনে ছল ধরি রাণী মন্দোদরী
আমারে কৈল লজ্জিত।
সত্য বাণী হবে চিতা যে জ্বলিবে
থাকিবে তোমার আইওত
রাণী মন্দোদরী চলে অন্তঃপুরী
কীর্ত্তিবাসে ভনে তত্ব।

লজ্জা পাইয়া বলেন রাম রাণীর বচনে
অক্ষয় চিতা রাবণের জ্বলিবে শ্মশানে।
ক্রন্দন সম্বরিল রাণী না কর বিষাদ
কাহার দোষ নাই দৈবে পাড়িল প্রমাদ।

ত্রিভূবন জিনিয়া তুমি পরমসুন্দরী
বিভীষন করিবেন তোমায় সোহাগে আগুলি।
আর কিছু বিস্ময় না করিহ চিত্তে
অক্ষয় চিতা জ্বলিবে থাকিবা আইওতে।
রাম বলেন বিভীষন তুমি ঘুচাও শোক
রাবনের সৎকার কর সান্ত্বাও স্ত্রীলোক।
রামের বোলে সভারে সান্ত্বায় বিভীষন
কান্দিতেং অন্তঃপুরে চলিল স্ত্রীগন।
এই বর রামের ঠাঁই পাইল মন্দোদরী
রামের ঠাঁই বিদায় হইয়া গেল অন্তঃপুরী।
পায়ের সানা এড়েন রাম মাতার টোপর
যুদ্ধের সাজ এড়েন রাম হাতের ধনুঃশর।
রাবন মারিতে দুঃখ রাম পাইল অপার
আর ধনুক না ধরিব কৈল অঙ্গীকার।
হনুর মাতুলি দেখিল রাম গোচরে
বিদায় দিল রঘুনাথ সভার ভিতরে।

ইন্দ্রের ঠাঁই জানাইহ আমার পরিহার
তাহার শত্রু রাবন আমি করিলাম সংহার।
চলিল মাতুলি এখন রামের আদেশে
অমরাবতী স্বর্গে গেল চক্ষুর নিমেষে।
রাম বলেন শুন বলি ধার্মিক বিভীষন
মরা শরীর ঝাটি লইলা পোড়াহ রাবন।
রামের আজ্ঞায় বিভীষন করিল অঙ্গীকার
সাগরের কুলে রাবনের করিল সৎকার।
রাজযোগ্য পরাইল সোনার পাট নৈতা
চন্দনকাষ্ঠে নির্ম্মাইল রাজার যোগ্য চিতা।
নুতুন বস্ত্র পরাইল নুতুন উত্তরি
সর্ব্বাঙ্গে লেপিয়া দিল সুগন্ধি কস্তুরী।
স্বর্ন কলা আদি করি আনাইল সেই স্থলী
তথাকারে লইল রাবন মহাবলী।
রাজযোগ্য চিতা হইল চন্দনকাষ্ঠ পাড়ি
সকল রাক্ষস বহিয়া রাবন চিতার উপর এড়ি।
চিতার উপর পাতিলেক বহুমূল্য দিন
রাবন রাজায় শোয়াইল উত্তর শয়ন।

রাবনের কনিষ্ঠ রাক্ষস বিভীষন
দশ মুখে অগ্নি দিয়া পোড়ায় রাবন।
মরা শরীর ভস্ম হইল দ্বতের অনলে
রামের বরে রাবনের চিতা সর্ব্ব কাল জ্বলে।
সুগ্রীব দেখিয়া রামের হাস্য বদন
হাত পসারিয়া মিতা দেহ আলিঙ্গন।
তুমিহেন মিত্র হইও জন্ম জন্মান্তরে
ত্রিভুবন জিনিতে পারি তোমাহেন দোষরে।
তোমার প্রসাদে আমি সাগর হইলাম পার
তোমার প্রসাদে হইল সীতার উদ্ধার।
একখানি বচন আমার শোধি আছে বীর
বিভীষনে নাহি দিলাম লঙ্কার অধিকার।
চারি যুগে থাকিবে মোর দুষিতে অখ্যাতি
বিভীষনেরে করিব আমি লঙ্কার অধিপতি।
আমার বচনে মিতা কর আগুসার
বিভীষনে দেহ ঝাট লঙ্কার অধিকার।
সুগ্রীব হনুমান আর যতেক বানর
সভে মেলিয়া বিভীষনে করহ লঙ্কেশ্বর।

গান্ধর্ব্বে ওষধি দিল নানা তীর্থের জল
লঙ্কার ভিতর স্ত্রী পুরুষে গায়েত মঙ্গল।
রঘুনাথের আজ্ঞা লঙ্ঘিবেক কোন জনা
বিভীষন রাজা হইবে কটকঘোষনা।
সর্ব্ব সেনাপতি আনেন সাগরের জল
লঙ্কার রাজা করেন বিভীষন মহাবল।
নানা তীর্থ জল আনাইল সাত শত কলসি
মঙ্গল দ্রব্য আনিল যত লঙ্কার রূপসী।
রাক্ষসেতে গীত গায় বানরে করে নাট
লঙ্কা হইতে বাহির হইল স্বর্ণখাট।
শুভক্ষনে বিভীষন বসিল সিংহাসনে
আপনি মাথায় জল ঢালেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
রঘুনাথের বাক্য যেন পাষানের রেখ
সাগরের জলে বিভীষনকে করে অভিষেক।
ছত্র দণ্ড দিল তায় কনকলঙ্কাপুরী
কেলি করিতে দিল তারে রানী মন্দোদরী।
রাজার স্ত্রী রাজায় লয় তাহে নাহি দোষ
মন্দোদরী পাইয়া বিভীষন পরিতোষ।

ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ ধীরে মন্দোদরী
বিভীষণ মন্দোদরী নানা কেলি করি।
রাবনের ছত্র দণ্ড বিভীষনে ধরি
বিভীষণ রাজা হইল হরিষ দেবপুরী।
বিভীষণ রাজা হইল জগৎ হইল সুখী
অদ্যাবধি রামের কীর্ত্তি বিভীষন সাক্ষী।
দিনে২ বিভীষণের বাড়ে ঠাকুরাল
রামের প্রসাদে হইল এক লোকপাল।
পাত্র মিত্রসনে করেন অনুমান
সীতার উদ্ধারে রাম পাঠাইল হনুমান।
চলিলেন হনুমান সীতারে কহিতে কথা
ত্রাস পাইয়া রাক্ষসী হনুমানে নোয়ায় মাতা।
আচম্বিতে গড়ের ভিতর পবননন্দন
স্ত্রী পুরুষ যত আছে বধিবে জীবন।
গৌরব করি বলে সভে হনুমানের স্থানে
সাভাইল হনুমান সীতার অশোকবনে।

কাল কাপড় পরিয়াছে গায় পড়েছে মলি
তবুত সীতার রূপে পড়িছে বিজুলি।
গায়ে মলি পড়িয়াছে মলীন বসন
তবু রূপে আলো ঢাকিয়াছে চন্দ্রের কিরণ।
স্থিরচিত্ত হইয়া হনুমান সীতারে নোয়ায় মাথা
যোড়হাত করিয়া কহে রঘুনাথের কথা।
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানাহানি
বিভীষণ সহায় রাম দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি।
সবংশে পড়িল মাতা রাবণ মহাপাপ
রাজলক্ষ্মী ছাড়িলেক তোমারে দিলেক তাপ।
আমার তরে পাঠাইল শ্রীরাম লক্ষ্মণ
রাবণ পড়িল তোমারে কহিতে বিবরণ।
এত যদি কহিলেন হনুমান কাহিনী
হরিষে আপনা পাসরিলেন ঠাকুরাণী।
হনুমান বলেন মাতা কি গুণ মন
হরিষে উত্তর তোমার না পাই কিকারণ।
সীতা বলেন হনু আমি পাসরিলাম আপনা
কোন দ্রব্য দিয়া করিব বার্ত্তার তুলনা।

সীতা বলেন যে বার্ত্তা কহিলে বিবরণ
তাহার অনুরূপ দান চিন্তি মনেমন।
মণি মানিক যদি দিই রাজ্য অধিকারি
তবুত শুধিতে নারি তোমার ধার ধারি।
হনু বলেন রাজ্যভোগে কি করিব গোসানী
রঘুনাথের মঙ্গল কীর্ত্তি ইহা আমি মাগি।
এক দান দিবে মোরে না করিবে আন
আমারে দান দিলে তুষ্ট হইবেন রাম।
তোমার কাছে আছে যা রাবনের যত চেড়ী
মোর বিদ্যমানে তোমায় গুঠাইত বাড়ি।
মুই দেখিয়াছি তোমার করেছে অপমান
চেড়ীগুলার প্রান লব এই মাগি দান।
দন্ত উপাড়িয়া চুল ছিঁড়িব গোছেগোছে
আছাড়িয়া প্রান লব বড়২ গাছে।
সাগরের কূলে আছে খরসান বালি
তাহাতে লইয়া মুখ ঘসিব ধরিয়া২ চুলি।
শুনিয়া সকল চেড়ির লাগিল তরাস
তরাইয়া গেল চেড়ী সীতা দেবির পাশ।

চেড়ী সব বলে শুন সীতা ঠাকুরাণী
হনুমান প্রাণ লইবে রাখহ আপনি।
সীতা বলেন হনুমান বিচারে পণ্ডিত
যত দুঃখ পাইলাম আমি ললাটে লিখিত।
রাজমন্ত্রী বানর তুমি বুদ্ধে বৃহস্পতি
স্ত্রী বধ করিয়া কেন রাখিবে অখ্যাতি।
যত দিন ছিল চেড়ী রাবনের অধিকারে
তাহার বাক্যে দুঃখ দিয়াছে আমারে।
সবংশে মারিলা তার মাণ্ড করিলা রাঁড়ী
রাত্রি দিন সেবা আমার করিছে যত চেড়ী।
প্রভুর ঠাঁই কহিও আমার যত দুঃখ
দশ মাসের পরে দেখি শ্রীরামের মুখ।
শ্রীরামের দেখিলাম মুখ যদি চন্দ্রবদন
তবেসে জন্মনা দুঃখ হইবে বিমোচন।
চলিলেন হনুমান সীতার আদেশে
সীতার কথা রামে কহেন অশেষ বিশেষ।
যে স্ত্রী লাগিয়া কৈলে এতেক মহামার
হেন সীতা আনিয়া দেখ অগ্নিচর্ম্মসার।

বিস্তর দুঃখ কহিলেন অনেক অপমান
তোমাদরশনে সীতার দুঃখ অবসান ।
এতেক বার্ত্তা কহিল যদি পবননন্দন
সীতা আনিতে পাঠাইল ধার্ম্মিক বিভীষণ ।
চলিলেন বিভীষণ রামের বচনে
মাতা নোয়াইল গিয়া সীতার চরণে ।
বিভীষণ বলেন সীতা শুন রামের বচন
স্নান করিয়া পর তুমি যত অভরণ ।
যোড়হাত করিয়া বলেন বিভীষণ
সোনার দোলায় চড়িয়া কর রামসম্ভাষণ ।
সীতা বলেন কিবা স্নান কি আর মোর বেশে
এই রূপে যাই আমি শ্রীরামের পাশে ।
রঘুনাথের পাশে যাব এই আমার মূর্ত্তি
সাক্ষাতে দেখুন প্রভু আমার দুর্গতি ।
সুবেশ হইয়া যদি যাই রঘুনাথের স্থান
আমার বেশ দেখিলে প্রভুর মনে হবে আন ।
একে আমার রূপ দেখ ত্রিভুবন জিনে
অধিক রূপ দেখিলে প্রভুর বিস্ময় হবে মনে ।

সীতার কথা শুনিয়া তখন বলেন বিভীষণ
রঘুনাথের আজ্ঞা না করিহ লঙ্ঘন।
আমার তরে প্রভু রাম করিল আদেশ
সীতারে আনিহ তুমি করিয়া সুবেশ।
স্নান করিয়া পর তুমি উত্তম বসন
মনি মানিক নানা রত্ন পর আভরণ।
তিরাশি কোটি পূর্ণিত রাবনের ভাণ্ডার
নানা অলঙ্কার আছে ত্রিভুবনের সার।
সকল দুঃখ ঘুচিবেক তোমার গেলে দেশ
রঘুনাথের ঠাঁই চল হইয়া সুবেশ।
দশ মাস দুঃখ পাইলা লঙ্কার ভিতর
এ বেশে কেমতে যাবে প্রভুর গোচর।
বিভীষনের বাক্যে সীতা স্নান করিতে মন
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল দেবকন্যাগন।
বিভীষনের ঝি বড় পরমসুন্দরী
স্নানদ্রব্য লইয়া দাণ্ডায় সারিসারি।
সিংহাসনে বসাইল সীতাও জানকী
নারায়ন তৈল মাখে ঘসে আমলকী।

ননি পিঠালি দিয়া গায়ের তোলে ময়লি
স্বর্ণকলসে গঙ্গাজল শিরের ওপর ঢালি।
নেতের বসন দিয়া গায়ের তোলে পানি
স্নান করি পরাইল উত্তম পাটের ভুনি।
কাপড়ের দুই পার্শে শোভে রাঙ্গা পাড়ি
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত তাহে পক্ষী পাখালি।
বিভীষনের ঝি বহু আর দেবকন্যাগন
নানা বেশে সীতা দেবির করিছে সাজন।
পরমসুন্দরী সীতা জগতমোহিনী
গন্ধদ্রব্য দিয়া চুলে দিতেছে চিরুনি।
নানা রত্নরচিত সীতার বান্ধিল খোঁপা
রত্ননির্ম্মিত ঝাঁপা তাহে করিছে বন্ধন।
বিচিত্র সুগন্ধি ফুলে বান্ধিলেক চুল
জাতি যুতি নাগেশ্বর পারিজাত ফুল।
নয়নে কজ্জল সীতার করেত শোভিত
শতেশ্বরী হার সীতার গলায় ভূষিত।
চিত্রবিচিত্র পরেন বুকের কাঁচলি
সূর্য্যের কিরন যেন পড়িছে বিজুলি।

অঙ্গরাগ সিন্দূর পরেন শোভে ভাল রঙ্গে
অগৌর চন্দনের ফোটা বেড়িয়াছে সঙ্গে।
অলকা তিলকা পরেন কপালে চাঁদ ফোটা
ঝিকিমিকি করে যেন বিজুলির ছটা।
কর্ণেতে পরিলেন সীতা রত্নকুণ্ডল
অগ্নির ঝলক যেন করে ঝলমল।
মুকুতা জিনিয়া সীতার দশনের পাঁতি
লঙ্কাপুরী আলো করে সীতার পায়ের জোতি।
রত্নের বেসর পরে মুকুতা সুন্দর
ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা পরেন নিতম্ব উপর।
রাম লক্ষ্মণ শঙ্খ সীতার করেতে শোভিত
কনককঙ্কন শঙ্খের নিচেতে ভূষিত।
তাড় তোড়ল পরেন মানিক দোসারি
চিত্রবিচিত্র শোভে গলার উত্তরি।
অঙ্গুলে পরেন সীতা মানিক অঙ্গুরি
বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মিত পরেন মানিকের চূড়ি।
অরুণ জিনিয়া সীতার চরণযুগল
তাহার উপর পরেন নূপুর মনোহর।

তাঁহাতে মকর খাড়ু নুপুর উপরে
উপমা দিবার নাহি তাঁহার ভিতরে।
চিত্রবিচিত্র পরেন পায়েতে পাশুলি
বিধি নির্ম্মাইল যেন সোনার পুত্তলী।
নানা বেশ করেন সীতা অদ্ভুত সাজনি
তাঁহার উপর দিলেন লইয়া সর্ব্বাঙ্গে ছাপনি
পারিজাতপুষ্প পরেন আমোদিত গন্ধে
সুবর্ণের দোলা আইল রাক্ষসগণের কান্ধে।
হরিষ মনোরথে সীতা দোলার উপর চড়ে
মুদিত হইল দোলা নেতের আওয়াড়ে।
দোলায় চড়িয়া যান সীতা রঘুনাথের স্থানে
লঙ্কার যত স্ত্রী কান্দে সীতার গমনে।
হরিয়া আনিল তোমায় পাপিষ্ঠ রাবণে
সবংশে মরিল রাবণ তোমার কারণে।
রাক্ষসের যত নারী করিলা তুমি রাঁড়ী
কান্দিয়া চলিল সভে নিজ২ বাড়ী।

রাবনের ঝি বহু শোকেতে ব্যাকুলী
সীতার গমনে কান্দে লোটাইয়া ধুলি।
রাক্ষসক্ষয় করিয়া যাও রঘুনাথের স্থানে
ললাটে লিখন সভার দৈবের নাহি আনে।
রামের সনে হওক তোমার সুভদরশনে
আশ্বাসিয়া স্ত্রী সভারে করিল গমনে।
কত স্ত্রী বলে আর কি কার্য্য গৃহবাসে
সেবা করিয়া থাকি গিয়া সীতা দেবির পাশে
স্বামী যদি পড়িল আর কি কার্য্য জীবনে
সভার তরে মানা করে ধার্ম্মিক বিভীষণে।
দোলা গিয়া বাহির হইল কনকলঙ্কাপুরী
সীতা দেখিতে রাক্ষস সব ধায় রড়ারড়ি
রাক্ষস বানরে পথে হইল ঠেলাঠেলি
কান্ধে দোলায় পথ বহিতে না পারে চৌদুলি
রাজা হইয়া বিভীষণ স্বয়ে বহিছে বাট
কটকের হুড়াহুড়ি হাতে করিল ছাট।
হাতে বাড়ি করিল রাক্ষস কোটি২
চারিভিতে বাড়ি পড়ে শুনি চটচটি।

পায়ের মাংস ছুটি সভার রক্ত পড়ে ধারে
তবু সীতা দেখিবারে আপনা পাসরে।
বসিয়াছেন রঘুনাথ ত্রৈলোক্যসুন্দর
বামের ডাহিনভিতে সুগ্রীব বানর।
বামভিতে বসিয়াছেন অনুজ লক্ষ্মণ
যোড়হাতে স্তুতি করে যত বানরগণ।
মধ্যে অপসর নাই কটকের হুড়াহুড়ি
রাক্ষসর কটকে শুনি চারিভিতে বাড়ি।
বিভীষন মারিছে বাড়ি দুহাতে চারিভিতে
কটকের হুড়াহুড়ি না পারে রাখিতে।
রাম ডাকিয়া বলেন শুন রাক্ষস বিভীষণ
বেড়াবেড়ি শব্দটা করিছ কিকারণ।
রাজার মহাদেবী হইলে প্রজার মাতা গনি
মায় দেখিতে পুত্রেরে কিসের হানাহানি।
দোলার ওপরে বেড়া আমি কিছুই না জানি
সতী স্ত্রী হইলে তার গমনে সে চিনি।
দোলার ওয়াড় ঘুচাও সভে হাতের ফেল কাটি
দোলা হইতে ওলুক সীতা ভুমে বহুক বাট।

যে স্ত্রী গুহ্মারিলায় দেখুক সবর্ব লোকে
যে জন সতী হইবেক আপনা আপনি রাখে।
রামের মন বুঝিলেন পবননন্দন
সীতার পরিক্ষা দিবেন লোকের কারণ।
রামের ক্রোধ দেখিয়া ত্রাস পাইল বিভীষণ
অগ্নি পরিক্ষা দেন কিবা করেন বর্জ্জন।
দোলার ওয়াড় ঘুচান হাতের ফেলেন চাট
দোলা হইতে ওলে সীতা হ্রমে বহে বাট।
দোলা হইতে সীতা দেবী নামিল ভুমিতলে
বিদ্যুতের ছটা যেন পড়িল ভুমণ্ডলে।
সিঁতায় সিন্দুর বেশ রূপ বড় লাগে
চন্দনতিলক শোভে কপালের ভাগে।
দেখিতে সুন্দর সীতা ওষ্ঠ অধর
পাকা বিম্বুফল জিনি ওষ্ঠ অধর।
নানা রত্ন পরিধান রূপে নাহি সীমা
ত্রিভুবনে দিতে নাহি সীতার রূপের উপমা।
পূর্ণমাসির চন্দ্র যেন উদয় গগনে।
সকল মুর্চ্ছা গেল ঠাট সীতার দরশনে।

যেই সীতা দেখে সেই হয়েত মূর্চ্ছিত
আছুক অন্যের কায দেবের হেলে চিত।
রূপের ছটা দেখিয়া বানর হয় মূর্চ্ছিত
অচেতন বানরকটক নাহিক সম্বিত।
অনেক্ষনে বানরকটক পাইল চেতন
সীতানাগিয়া যুদ্ধ করিলাম সফল জীবন।
রাক্ষসকটক বুঝিয়া পড়ে কনকলঙ্কাপুরী
ভাগ্যে সে মজিল রাবণ আনিয়াছেন নারী।
সভার ভিতর দাণ্ডাইল সীতা সুন্দরী
ত্রৈলোক্য জিনিয়া রূপ সীতা আলো করি।
দুই হাতে দুই স্তন ঝাপিল জানকী
আপনার রূপ সীতা আপনি হইল লুকি।
রূপ ঢাকিতে চান যা না যায় আচ্ছাদন
সীতার রূপে আলো করে দশ যোজন।
রামের চরনে সীতা হইল নমস্কার
সুগ্রীব লক্ষ্মনের তরে করেন পরিহার।

যোড়হাতে দাণ্ডাইল সীতা সভাবিদ্যমানে
সীতার চরণে প্রণাম করেন ঠাকুর লক্ষ্মণে।
শোকে ব্যাকুল হইল রাম হরিষ বিসাদে
সতী স্ত্রী এড়িতে চান লোকের অপবাদে।
কারে কিছু না বলেন সীতা সভার ভিতরে
শোক সম্বরিয়া তখন বলেন ওত্তরে।
চক্ষের জল মুছিতে২ রাম হইল কাতর
সীতার তরে বলেন রাম নিষ্ঠুর ওত্তর।
আমার মানুষ সীতা না ছিল তোমার পাশ
শয়ন ভোজন তোমার না জানি দশ মাস।
সূর্য্যবংশ কুলে দশরথের নন্দন
তোমাহেন স্ত্রী আমার নাহি প্রয়োজন।
আজি হইতে তুমি নহ আমার রমণী
যথাতথা যাও দাণ্ডাইয়া আছ কেনি।
এই দেখ সুগ্রীব বানর অধিপতি
ওহার কাছে থাক গিয়া যদি লয় মতি।
লঙ্কার রাজা দেখ এই রাক্ষস বিভীষণ
ওহার কাছে থাক গিয়া যদি লয় মন।

ভরত শত্রুঘ্ন আমার দেশে দুই ভাই
ইচ্ছা হয় থাক গিয়া তাহা সভার ঠাঁই।
যথাতথা যাও তুমি আপনার সুখে
কিসেরে দাঁড়াইয়ে কান্দ আমার সম্মুখে।
রাক্ষসের ঘরে থাকিতে নহিত ওদ্ধার
ত্রিভুবনে অপযশ গাইত আমার।
সেইসে অপযশ ঘুচিল তোমার ওদ্ধারে
ওদ্ধারিয়া খেলালি দিলাম সভার ভিতরে।
যতযত বলেন রাম নিষ্ঠুর বানী
ধীরা শ্রাবন যেন পড়ে সীতার চক্ষের পানি।
কিছু নাইক বলে লোক আছে সভাগুলি
চক্ষের জল মুছিয়া সীতা ধিরে২ বলি।
জনক রাজার কন্যা ওত্তম কুলেতে ওৎপত্তি
দশরথ হেন শশুর তুমি হেন পতি।
ভালমতে জান প্রভু আমার প্রকৃতি
জানিয়া শুনিয়া কেন করিছ দুর্গতি।
ছাওয়াল কালে খেলাইতাম ছাওয়ালের মিলে
পরশ না করিতাম পুরুষ ছাওয়ালে।

সভেমাত্র ছুইয়াছে পাপিষ্ঠ রাবণ
আর হেন স্ত্রীর পারা বুঝ মোর মন।
আমার উদ্দিশে হনুমান পাঠাইলে যেই কালে
আমার বর্জ্জন কেন না কৈলে সেই কালে।
গলায় কাটারি দিতাম অগ্নি করিতাম প্রবেশ
লঙ্কার ভিতরে এত না পাইতাম ক্লেশ।
বানরকটক দুঃখ পাইল সাগির বন্ধনে
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলে দুর্জ্জয় রণে।
এতেক করিয়া কর আমার বর্জ্জন
তুমি হেন স্বামী বর্জ্জ বৃথায় জীবন।
ঋষিকুলে জন্মিয়া পড়িলাম সূর্য্যাকুলে
এইসে আছিল আমার লেখন কপালে।
বেশ্যা নটী নহি আমি পরে কর দান
এত লোকের বিদ্যমানে কর অপমান।
কৃপা কর লক্ষ্মণ দেবর তোমার প্রসাদ
অগ্নিকুণ্ড সাজাইয়া দেহ ঘুচুক সীতার বাদ।
রামের ভিতে চাহেন লক্ষ্মণ লইতে সম্বিধান
রাম বলেন কুণ্ড সাজাও সভার বিদ্যমান।

সীতার জীবনে ভাই কিছু নাই কায
অগ্নিতে পুড়ুক সীতা ঘুচুক আমার লাজ।
রামের আজ্ঞা পাইয়া লক্ষ্মন সাজাইল কুণ্ড
বানরকটক চন্দনকাষ্ঠ আনিল শ্রীখণ্ড।
কাষ্ঠ পুড়িয়া ওঠিল জ্বলন্ত অগ্নিরাশি
অগ্নি পুবেশ করিতে চলিল সীতাত রূপসী।
সাতবার রামের চরন করিল প্রদক্ষিন
অগ্নি প্রদক্ষিন সীতা করিল বার তিন।
কনক অঙ্গুলি দিল অগ্নির ওপরে
যোড়হাতে সীতা দেবী বলেন ধিরে ধিরে।
যোড়হাত করিয়া সীতা বলেন অগ্নির আগে
লোকের পাপ পুন্য তুমি যান যুগে২।
কায় মন বাক্যে যদি আমি হই সতী
তবে অগ্নি তোমার ঠাঁই পাব অব্যাহতি।
মাতায় হাতে কান্দে যত লঙ্কাপুরী দেশ
যোড়হাতে অগ্নির ভিতর করিল পুবেশ।
অগ্নি পুবেশ করিল মাতা সীতাত রূপসী
তিন বৃন্দ দিল তাতে ঘৃতের কলসি।

ঘৃত পাইলে অগ্নি অধিক ওঠে জ্বলে
কুণ্ডের ভিতর রামচন্দ্র সীতারে নেহালে।
কুণ্ডের ভিতরে চান রাম সীতা নাই দেখি
সীতার তরে কান্দি রাম ফুলিল দুটি আঁখি।
সংসার শুন্য দেখেন রাম হইয়াছেন পাগল
ভুমে গড়াগড়ি যান রাম হইয়া বিকল।
আপন কুবুদ্ধে লক্ষ্মণ সীতা হারাইনু
সাগর ভরিয়া নৌকা মুখানে ডুবাইনু।
সীতার বিহনে মোর সকলি অসার
অযোধ্যায় ছত্র দণ্ড না ধরিব আর।
অগ্নি হইতে ওঠ সীতা জনককুমারী
তোমার বিহনে প্রান আমি ধরিতে নারি।
তোমার মরনে আমি বড় পাইলাম দুঃখ
অগ্নি হইতে ওঠ প্রিয়ে দেখি চাঁদ মুখ।
চৌদ্দ বৎসর সীতা বেড়াইনু ভুকে শোষে
সকল দুঃখ পাসরিতাম সীতা থাকিলে পাশে।
লঙ্কার রাবন রাজা দশ মুণ্ডধর
কুড়ি হাতে যোঝে যেন যমের দোসর।

হেন রাবন মারিয়া তোমার করিনু উদ্ধার
অগ্নিতে পুড়িয়া সীতা মোর হইল ছারখার।
রামের ক্রন্দনে কান্দে সকল দেবগন
সাগরবন্ধন কান্দে আর যম পবন।
অষ্ট লোকপাল কান্দে দেব পুরন্দর
জলের ভিতর থাকিয়া কান্দেন সাগর।
নল নীল কান্দে আর সুগ্রীব বানর
সুষেণ জাম্বুবান কান্দে আর বালির কোঙর।
হনুমান বলেন নাই কান্দ ঠাকুর লক্ষ্মণ
আমি জানি সীতা দেবির নাহিক মরন।
রামের ভরে ডাক দিয়া বলেন দেবগন
না কান্দ২ সীতা পাইবে এখন।
কান্দিতে২ রাম এড়িলেন নিশ্বাস
সীতার পরিক্ষাগীত গাইল কীর্ত্তিবাস।

কান্দিয়া বিকল রাম হইল অচেতন
ব্রহ্মা আদি ধাইয়া আইল সকল দেবগন।

কুবের বরুণ যম আইল পুরন্দর
যতেক দেবতা সব আইল সত্বর।
দুই হাত তুলি বৃহ্মা রাঘের তরে ডাকি
কার বাক্যে অগ্নির ভিতর থুইয়াছ জানকী।
অগ্নিতে পুড়িয়া রাম তোমার সীতা নাই মরে
এখনি পাইবা সীতা কান্দ কিসের তরে।
ত্রিভুবনের সার তুমি সং-সারের সার
সামান্য মানুষহেন তোমার ব্যবহার।
তোমার গায়ের লোঁমাবলি দেবগীণ
সীতা দেবী লক্ষ্মী তুমি আপনি নারায়ন।
রাম বলেন মানুষ আমি মানুষে আমার জন্ম
মানুষ হইয়া করি মানুষের কর্ম্ম।
বৃহ্মা বলেন শুন রাম আপন অবতার
তোমার অবতার গোঁসাঞি কৌতুক অপার।
মৎস্য অবতারে করিলা দেবের উদ্ধার
কুর্ম্ম অবতারে তুমি স্থাপিলে সংসার।
তৃতীয় অবতারে তুমি বরাহ রূপ ধরি
পৃথিবী আটৈলা তোমার দশন বিদারি।

হিরিণ্যকশিপু অসুর বলে মহাবলী
দেব দানব ত্রিভুবন জিনিল সকলি।
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল কাঁপে অসুরের দাপে
তাহারে সংহারিলে তুমি নরসিংহ রূপে।
বামন অবতার হইলা পঞ্চম অবতারে
ছলিয়া লইলা বলি পাতালভিতরে।
বলরাম রূপে গোসাঞি হল লইলে হাতে
দলিলা অসুরগন মুষল আঘাতে।
ষষ্ঠেতে পরশুরাম হইলা ভৃগুপতি
ক্ষত্রি মারিয়া নিক্ষত্রি করিলে বসুমতী।
সপ্তমেতে রামরূপ হইলা নারায়ন
বধিয়া রাক্ষস রক্ষা কৈলা ত্রিভুবন।
যত২ অবতার অংশ রূপ ধরি
শ্রীরাম অবতারে তুমি আপনি শ্রীহরি।
ব্রহ্মার না শুনেন রাম পুর্বোর্ব বচন
সীতা২ বলি রাম হইল অচেতন।

আপনি রাম তুমি পূর্ন অবতার
সবংশে রাবন তুমি করিলা সংহার।
যত ক্ষত্রি হইল হবেক পৃথিবীমণ্ডলে
সভার অধিক হইলা রাম মহাবলে।
রাবন রাজা মারা না যায় আর কার বানে
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া আইলা বধিতে রাবনে।
তুমি ব্রহ্মা তুমি শিব তুমি নারায়ন
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় গোসাঞি তুমি সে কারন।
যেই জন শুনে গোসাঞি তোমার অবতার
ইহলোক পরলোক দুই কুল উদ্ধার।
তোমার চরিত্র শুনিলে লোকের হইবে মুক্তি
তুমি নারায়ন সীতা লক্ষ্মী মুর্ত্তিমতী।
হেন লক্ষ্মী অগ্নির ভিতর থুইলে কিকারন
মানুষের হেন কর্ম্ম কর কেন নারায়ন।
ব্রহ্মার না শুনেন রাম প্রবোধ বচন
সীতাসীতা বলিয়া রাম করেন ক্রন্দন।
ব্রহ্মা বলেন অগ্নি তুমি ওঠহ সত্বর
রামের সীতা দেহ লইয়া রামের গোচর।

বৃহ্মার আজ্ঞায় অগ্নি ওঠিল সত্বর
আপনি সাম্ভাইল অগ্নি পাবকভিতর।
কাষ্ঠ পুড়িয়া অঙ্গার হইল ধুম নিকলে
আপনি ওঠিল অগ্নি সীতা লইয়া কোলে।
অগ্নি হইতে ওঠিল মাতা সীতা ঠাকুরানী
আড়ুক পুড়িবার কায গায়ে পড়ে পানি।
সীতার মাতার পঞ্চ ফুল সেহ না আঁওরে
যোড়হাতে রহে সীতা রামের গোচরে।
অগ্নি বলেন লোকের পাপ পুন্যের আমি স্বাক্ষী
লুকাইয়া পাপ করে তাহা আমি দেখি।
আমারে ভাণ্ডাইতে কেহ না পারে সংসারে
সীতা নহেন আপনি দেবী লক্ষ্মী অবতারে।
আজি হইতে রাম আমার সফল জীবন
সীতা হেন সতী স্ত্রী করিলাম পরশন।
আমার বচনে রাম সীতারে না দিহ তাপ
রাজ্য পুড়িবে তোমার সীতা দিলে শাপ।
যেই স্ত্রী শুনিবেক সীতার চরিত্র
সকল পাপ ঘুচিবেক হইবেক পবিত্র।

রামের হাতেহাতে সীতা করিল সমর্পন
এতেক বলিয়া অগ্নি করিল গমন।
ব্রহ্মা বলেন রাম তুমি বড় করিলা কায
রাবন মারিয়া রক্ষা কৈলা দেবের সমাঝ।
তোমানাগি অযোধ্যার লোক রাখেছে জীবন
দেশে যাইয়া সভাকার করিবা পালন।
ভরত শত্রুঘ্ন প্রান ধরে তোমার তরে
চারি ভাই মেলি রাজ্য কর গিয়া সংসারে।
নানা যজ্ঞ করিহ করিহ নানা দান
বংশে রাজা করিয়া তুমি আইস নিজ স্থান।
দশরথ রাজা মৈল তোমা অদর্শনে
মৃত বাপ আসিয়াছে তোমা সম্ভাষনে।
বাপ দেখে রামচন্দ্র অপূর্ব্ব দরশন
দুই ভাই কর বাপের চরন বন্দন।
দেবরথে চড়ে রাজা দেবের বেশ ধরি
রাম লক্ষ্মন সীতা গিয়া তিন জনে নমস্করি।
হাতে ধরিয়া পুত্র ধরি রাজা রথে তোলে
লক্ষ২ চুম্ব দিল রাম লক্ষ্মনের গালে।

অন্তরে পুড়িলাম আমি কৈকেয়ির বচনে
প্রান ছাড়িলাম বাপু তোমার অদর্শনে।
বাপের উদ্ধার কৈল যেন অষ্টবক্র ঋষি
তোমার প্রসাদে আমি স্বর্গবাসে বসি।
দেবগন যুক্তি করেন সকল আমি শুনি
দশরথের ঘরে বিষ্ণু জন্মেছেন আপনি।
লক্ষনের যত গুন দেবতা বাখানি
রামের সেবা করিয়া লক্ষন দুই কুল জিনি।
সফল হইবে অযোধ্যার পুরীজন
তুমি রাজা হইয়া সভার করিবে পালন।
সীতা বধুর চরিত্রে আমার চমৎকার
অগ্নি শুদ্ধা হইল বধু দুই কুল উদ্ধার।
তোমার কনিষ্ঠ ভরত তোমার প্রানসোষর
আমা দেখিয়া পালন তাহে করিহ বিস্তর।
তার মা বলিল তোমারে নিষ্ঠুর বচন
মায়ে পুত্রে দুই জনে করিয়াছি বর্জ্জন।

এতেক যদি বলিলেন রাজা দশরথে
বাপের আগে রঘুনাথ বলেন যোড়হাতে।
মম দুঃখে ভরত ভাই হইয়াছে দুঃখিত
তুমি হেন বাপ বর্জ্জ নহেত ওচিত।
ভরতেরে বর দেহ দেবের বিদ্যমানে
ভরতেরে বর দিলে আমার প্রীতি মনে।
রামের বচনে রাজা করিল সম্বিধান
ভরতের শ্রাদ্ধ আমার অমৃতসমান।
ভরতেরে বর দিলেন দেবগান শুনে
আলিঙ্গন দিয়া তোষেন পুত্র লক্ষ্মনে।
রামের সেবক হইয়া দুই কুল হইলা পার
তোমার যশ ঘুষিবেক সকল সংসার।
সীতা বধূর তরে বলেন প্রবোধ বচন
আমার বচনে তুমি সম্বর ক্রন্দন।
দশ মাস ছিলে মাতা রাক্ষসের ঘরে
অবিচারে রাম তোমায় দেশে লইতে নারে।
অগ্নি শুদ্ধা হইলে তুমি ব্রহ্মার বিদ্যমানে
তোমার চরিত্রে চমক লাগিল ত্রিভুবনে।

যে স্ত্রী শুনিবেক তোমার চরিত্র
সকল পাপ ঘুচিবেক তার হইবে পবিত্র।
দেবের রথে চড়ে রাজা দেবের বেশ ধরি
পুত্র বধূ সান্ধাইয়া গেল স্বর্গপুরী।
সবান্ধবে রাবণ পড়িল হরিষ পুরন্দর৹
ইন্দ্র বলেন রাম বাঞ্ছিয়া মাগ বর।
সকল দেবে রক্ষা কৈলে মারিয়া রাবণ
বর মাগ ব্যর্থ গোসাঞি না হবে বচন।
রাম বলেন পুরন্দর যদি দিবা বর
তব বরে জীয়ে উঠুক মৃত যে বানর।
হীন জন না দিনু কারে নহে ভূমিগাঁথি
স্ত্রী পুত্র এড়িয়া আইল আমার সংহতি।
হতা সীতা পাইয়া আমি হইলাম সুখী
বানরের স্ত্রী পুত্র কান্দিয়া হবে দুঃখী।
এতেক যদি ইন্দ্রের ঠাঁই বলিল রঘুনাথ
রামের আগে ইন্দ্র তখন যোড় করিল হাত।
ত্রিভুবনের নাথ তুমি আপনি নারায়ণ
মারিয়া জীয়াইতে পার এ তিন ভুবন।

তুমিত আপনা জান তোমারে জানে কে
মরিয়া না মরে তোমার নাম জপে যে।
তুমি হেন বর চাইলে না করিব আন
রূপে বেশে বানর করি দেবতাসমান।
ইন্দ্রের আজ্ঞায় মেঘ অমৃত সঞ্চারে
মরা রাক্ষস এড়ি পড়ে মরা যত বানরে।
কাটা গেল হাত পা কাপে লাগে যোড়া
চারি দ্বারের কটক ওঠে দিয়া গা ঝাড়া।
যে২ বানর পড়িয়াছে রাক্ষসের রনে
তাহারে মার২ করিয়া ওঠে সংগ্রামে।
কুম্ভকর্ণ মার বলি কেহ ডাক ছাড়ে
ইন্দ্রজিতা মার বলি কেহ ডাক পাড়ে।
দেবান্তক নরান্তক মাররে ত্রিশিরা
রাবন রাজা মার কাট পরনারী চোরা।
ওন্মত্ত পাগল বানর হইল রনস্থলে
বানরের ইষ্ট মিত্র চাপিয়া বীরে কোলে।
কাহারে মার কাহারে কাট কিসের সংগ্রাম
সবান্ধবে রাবন পড়িল জিনিল শ্রীরাম।

রামের কোলে দেখে গিয়া সীতাত সুন্দরী
সকল দেবগন দেখে এথাই স্বর্গপুরী।
হরিষের কথা যদি কহিল বানর
মাতা নোয়াইল গিয়া রামের গোচর।
তোমাহেন ঠাকুর আর নাহি ত্রিভুবনে
তোমার প্রসাদে যোবা মরিলে পাই প্রানে।
তোমাহেন ঠাকুর যেন হইও যুগেং।
সেবা করিয়া থাকি যেন রঘুনাথের আগে।
ইন্দ্র বলেন চল সত্তে আপন স্থান যথা
সুখে রাত্রি বঞ্চ রাম লইয়া দেবী সীতা।
চৌর্দ্দ বৎসর বনে দশ মাস ওপবাস
দশ মাসে দুই জনে হওক সন্তুষ।
সীতা লইয়া রাম তুমি বঞ্চ সুখে রাত্তি
দেবে মেলানি দেহ যাই অমরাবতী।
রামের ঠাঁই সীতা করিল সমর্প্পন
রথে চড়িয়া গেল দেব আপন ভুবন।
যখন যে কর্ম্ম বিভীষন তাহা জানে
এগার শত বিহঙ্গে নেতের কাণ্ডার টানে।

কাঞ্চননির্ম্মিত ঘর অপূর্ব্ব গঠন
রত্ন সিংহাসনে পাতে নেতের বসন।
ওপরে চাঁদোয়া দোলে খাটের শোভে তুলি
ঘর শোভা করে যেন পড়িছে বিজুলি।
নারায়ণ তৈলে প্রদীপ জ্বলে চারিভিতে
পারিজাত পুষ্প পাড়ে গন্ধ আমোদিতে।
সংসার আলো করে গন্ধে এক পারিজাতে
এক লক্ষ পারিজাত সিংহাসনে পাতে।
বিভীষণ আপনি রহিল সিয়র প্রহরি
আওয়াসের বাহির বানর রহিল সারি২।
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া লক্ষ্মী হইল অবতার
সীতার হাতে ধরিয়া রাম সম্ভাইল বাসর।
রামের পাশে বসিলেন সীতা ঠাকুরানী
নারায়নের পাশে লক্ষ্মী বসিল আপনি।
রাম সীতা দুই জনে বসিল সিংহাসনে
পূর্ব্ব দুঃখ ভোলাইয়া যুড়িল ক্রন্দনে।
সীতা২ বলিয়া রাম হইল ওতরোল
রাম সীতা দুই জনে হরষিতে কোল।

রাম নারায়ন সীতা লক্ষ্মী মনোহর
কৌতুকে সীতার মুখে দেন মধুর ধার।
সুখে রাত্রি বঞ্চেন রাম বড় কুতুহলে
সিংহাসনে বসিল রাম সীতা লইয়া কোলে।
দশ মাসে রঘুনাথ সীতার আবেশে
পুর্ণমাসির চন্দ্র যেন রাহুতে গরাসে।
সুবর্নের খাটপাট নেতের তাহে তুলি
দশ মাসের আবেশে দুই জনে কোলাকোলি।
পুর্বে যত দুঃখ পাইয়াছেন দেবী সীতা
সময় পাইয়া সীতা দেবী কহেন সব কথা।
দুই জন তিতিলেন হরিষ চক্ষুর জলে
শৃঙ্গারকৌতুকে রাম বঞ্চেন কুতুহলে।
সীতাকে দেখিয়া রাম পরম পীরিতি
সীতা লইয়া রঘুনাথ বঞ্চেন সুখে রাতি।
যে জন শুনে ভনে রাম সীতার বাসরকেলি
জন্মে২ মিলে তারে পরমসুন্দরী।
সুখে রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যুষ বেহান
স্বর্গ মর্ত্য পাতাল করে শ্রীরামের দেয়ান।

রামের কাছে দাণ্ডাইছে যত বানরগন
যোড়হাত করিয়া বলে রাক্ষস বিভীষন।
সুগন্ধি নারায়ন তৈল সুগন্ধি কস্তুরী
আজ্ঞা কর তোমর গায় ওপাড়ুক মলি।
নানা রত্ন পর গোসাঞি যেবা যথা লাগে
সুবেশ হইয়া দেবকন্যা রহিল রামের আগে।
দেব দানবের কন্যা তারা রূপ যৌবন বেশে
দশ হাজার দেবকন্যা দাণ্ডাইল রামের পাশে।
চৌদ্দ বৎসর বনবাস আর রনধুলি
আজ্ঞা কর তোমার গায়ের ওপাড়ুক মলি।
রাম বলেন বিভীষন রাক্ষস অধিপতি
আমার বচনে তুমি কর অবগতি।
ধার্ম্মিক বিভীষন তুমি ধর্ম্মশীল মম
পরস্ত্রী চোর তুমি আমার মনে লয়।
পরস্ত্রী পরধন না চাই চক্ষুর কোনে
আজুক ছুইবার কায না চাই নয়নে।
কোটি২ দেবের কন্যা এক ঠাঁই করি
তবু মন করিতে নারি সীতার সুন্দরী।

রাজকুলে জন্মিয়া আমার ভরত ভাই সুখী
আমার দুঃখে ভরত ভাই হইয়াছেন দুঃখী।
হেন ভরতেরে যদি দিলাম আলিঙ্গন
তবেসে পরিব বস্ত্র সুগন্ধি চন্দন।
চৌদ্দ বৎসর পথশ্রমে ভ্রমিলাম বিস্তর
অনেক নদ নদী আমি তরিলাম সাগর।
চৌদ্দ বৎসর বেড়াইলাম বহু ক্লেশে
হেন যুক্তি কর যেন ঝাট যাই দেশে।
বিভীষণ বলেন প্রভু পাইলা বড় ক্লেশ
এক দিনভিতরে তোমার থুইব লইয়া দেশ।
কুবেরের রথ আছে পুষ্পক তার নাম
এক দিনভিতরে তোমা থুইব লইয়া গ্রাম।
এক দান চাহি মোরে করহ পীরিতি
কত দিন লঙ্কায় থাকিয়া করহ বসতি।
সকল কটকের গোসাঞি করিব সেবন
লঙ্কার ভিতর ভোগ ভুঞ্জি করিহ গমন।

রাম বলেন প্রীত পাইলাম তোমার ব্যবহারে
বিলম্ব না কর তুমি আমা রাখিবারে।
আহার নাহি খায় বানর মরণ নাই গনে
হেন বানরের প্রীত হইলে আমার প্রীত মনে।
ঐ গন্ধ চন্দনে বানরে করাহ স্নান দান
লঙ্কার ভোগ ভুঞ্জাইয়া বানরে করাহ সম্মান।
বানরের প্রসাদে তুমি লঙ্কার হইলে রাজা
ভালমতে কর তুমি বানরের পূজা।
রামের আজ্ঞা পাইলেন ধার্ম্মিক বিভীষণ
নানা সুখে স্নান করাইল সকল বানরগণ।
সোনার খাটে বানর সব বসিল সারি২
স্নানদ্রব্য লইয়া আইল সকল বিদ্যাধরী।
দেব দানবের কন্যা সব গন্ধর্ব্ব রূপসী
কন্যার রূপ দেখি বানর কিচমিচিয়া হাসি।
কঙ্কণকাঞ্চন কন্যার শীতল লাগে হাত
বানর বসিয়া খাইল অন্তরে স্বাদ।
সুগন্ধি নারায়ন তৈল সুগন্ধি চন্দন
হাতাহাতি মাখে সভে ডাকে বানরগণ।

স্নান করিয়া পরে সভে বিচিত্র বসন
গলায় পুষ্পের মালা নানা আভরণ ।
লঙ্কার ভক্ষ্যদ্রব্য ত্রিভুবনের সার
বিভীষণের আজ্ঞায় দ্রব্য আইল ভারেভার ।
নানা ভক্ষ্যদ্রব্য আইল থুইতে নাই ঠাঁই
স্বর্ণথালে পরিবেশে বানর বসি খাই ।
ক্ষীর নাড়ু পাঁপর মদক রাশিরাশি
পাকা কাঁঠালের কোশ বানর সব চুষি ।
মধু পিয়ে বানর সব ভরিয়াভরিয়া গাড়ু
গাল ভরি খায় কেহ ভাগর ঝালের লাড়ু ।
ঝাললাড়ু খাইতে বানরের চক্ষে পড়ে লোহ
বাপ মা মরিল যেন বানরে পাইল মোহ ।
গলায় আঁচড়ায় কেহ করে খোঁখোঁ
বুড়া২ বানর বলে শত বাড়িয়া খো ।
সোনার ভাবরে বানর করে আচমন
রত্নসিংহাসনে বসিয়া করে তাম্বূল ভক্ষণ ।
রত্নসিংহাসনে বানর করিল শয়ন
পা মর্দ্দন করিতে আইল দেবকন্যাগণ ।

সোনার খাটে শুইল বানর পালঙ্গে মেলে
দশং সুন্দরী একেক বানরের কোলে।
রাবন রাজা আনিয়াছে ত্রিভুবনের নারী
একেক বানরের কোলে দশ বিদ্যাধরী।
সুখে বঞ্চিল বানর রাত্রি আপন কুতুহলে
রাত্রি প্রভাতে ওঠে অতি বেহান বেলে।
সুখে রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যুষ বেহানে
কপালে ফোটা সভার হাতে গুয়া পানে।
সকল বানর আইল রামের গোচর
মাতা নোয়াইয়া রহিল রামবরাবর।
তুমি হেন ঠাকুর মোর হইও যুগেং
সেবা করিয়া থাকি যেন রঘুনাথের আগে।
রামের আগে কথা কহে সকল বানরগন
বড় প্রীতি করাইল ধার্ম্মিক বিভীষন।
কন্যাগুলা লইয়া করি দেশেরে গমন
এই আজ্ঞা কর প্রভু কমললোচন।
আজ্ঞা কর লঙ্কার ভিতর থাকি দুই মাস
বানরের কৌতুক দেখিয়া রঘুনাথের হাস।

রাম বলেন শুন বলি রাক্ষস বিভীষণ
কন্যা দান দিয়া তুমি তোষ বানরগণ।
বানরের প্রসাদে তুমি লঙ্কার হইলা রাজা
তালয়তে কর তুমি বানরের পূজা।
রামের আজ্ঞা পাইল তাহে বিভীষণ দাতা
নানা রত্ন দিল তাহে আর গজমুক্তা।
তিরাশি কোটি ভাণ্ডার বিলাইয়া কৈল শূন্য
আরবার দান করে বেভারে অধিক নুান।
নানা অলঙ্কারে বানরে করাইল সম্মান
বয়েসে বেশে দেবের কন্যা বানরে করে দান।
এত দান পাইল বানর তাহে নাহি মন
কন্যা দান পাইয়া বানর হরিষ বদন।
একেক বানরে পাইল দশ২ সুন্দরী
বানরকটক বলে গোসাঞি দেশেরে নড়ি।
পুষ্পক রথ আনিলেক দেব অধিষ্ঠান
রথের ওপর আওয়াস পুরী স্থান২।

দশ যোজন রথখান থাকে সর্ব্বক্ষণ
বাড়িতে মন করিলে হয় কোটি যোজন ।
পুষ্পক রথের ওপর রাজহংস ঘোড়ে
চক্ষুর নিমেষে রথ যোজনেক পড়ে ।
পুষ্পক রথে চড়েন রাম সীতা লইয়া কোলে
লাজে মুখ ঢাকিলেন সীতা নেতের আঁচলে ।
লক্ষ্মণ বীর চড়িলেন গিয়া পুষ্পক রথে
এক পাশে রহিলেন ধনুক বাণ হাতে ।
রথের ওপর রঘুনাথ কটক ভূমিতলে
প্রসন্ন বদনে রাম মধুর বচন বলে ।
সুগ্রীবের শক্তি আর বানরের হানি
বিভীষণের সহায় আমি দুর্জ্জয় লঙ্কা জিনি ।
কোন২ সেনাপতির কি করিব বাখান
সর্ব্ব কার্য্য সিদ্ধি মোর করিল হনুমান ।
আপনার দেশে গিয়া সভে কর অধিকার
মেলানি মাগিলাম আমি করি পরিহার ।
রাক্ষস বানরে রাম দিলেন মেলানি
ছল২ করিছে কটকের চক্ষের পানি ।

যোড়হাত করি বলে রাক্ষস বানরগণে
তুমি রাজা হইবা আমরা না দেখিব নয়নে।
কৌশল্যা মায়ের করিব চরন বন্দন
তোমরা চারি ভাই হইবা একত্রে মিলন।
এ চক্ষে না দেখিলাম তোমার সম্মান
বিদায় দিলা রঘুনাথ চলিলাম নিজ স্থান।
দেশে তোমাসভার যাইতে নাই চিত্তে
যে যাবে সে চড় গিয়া পুষ্পক রথে।
রামের আজ্ঞা পাইল যদি রাক্ষস বানর
লাফেলাফে চড়ে গিয়া রথের উপর।
রথের উপর আওয়াস বিচিত্র বাড়ী বেড়া
একেক বানরে করে দশ বাড়ী যোড়া।
যে লাফা পাইয়াছে দশং সুন্দরী
সেই লাফা যোড়ে গিয়া দশং বাড়ী।
বনে ডালে বেড়াইত বানর যতেং
দেবকন্যা লইয়া বানর চড়িল গিয়া রথে।
তিন কোটি রাক্ষসে চলিল বিভীষণ
রথের এক কোনে গিয়া রহিল বানরগণ।

ছত্রিশ কোটি চড়িল রাসস্ক বানর
এত কটক চড়িল গিয়া রথের ওপর।
সীতার ওদ্ধার করিয়া রাম চলিল নিজ দেশে
লঙ্কাকাণ্ড রচিল পণ্ডিত কীর্ত্তিবাসে।

সেতের কানাত দিয়াছে সোনার চৌওরি
তাহার ভিতর রহিল রাম সীতাত সুন্দরী।
ধবল বনে রাজহংস পবনের গতি
রথে আনি রাজহংস যোড়ে পাঁতিং
পুষ্পক রথ লইয়া রাজহংস ওড়ে
চক্ষের নিমেষে রথ যোজনের মাত্তে পড়ে।
পবনগমনে রথ যায় যথাতথা
সীতার তরে কহেন রাম সংগ্রামের কথা।
পুষ্পক রথ ওঠিল গিয়া গগনমণ্ডল
সীতার তরে দেখান রাম সংগ্রামের স্থল।
রনস্থলী সীতা তমি দেখ চাঁদমতে
রাঙ্গা হইল রাক্ষস বানরের রক্তে।

এখানে কুম্ভকর্ণ পড়িল ঘোর দরশন
এইখানে ইন্দ্রজিত পড়িল বিস্তর করি রণ।
এইখানে পড়িলাম সীতা নাগপাশ বন্ধনে
নাগপাশ মুক্ত হইনু গরুড় দরশনে।
এখানে পড়িল লক্ষ্মণ রাবণ রাজার শেলে
হনুমান ঔষধি আনিল সুষেণের বোলে।
এইখানে পড়িল রাবণ ত্রিভুবনের বৈরি
এইস্থানে কান্দিল গিয়া রাণী মন্দোদরী।
সাগরের দেখ সীতা হিল্লোল কল্লোল
আমার পূর্ব্বপুরুষ এই করিল সাগরখাল।
তোমার লাগিয়া সীতা বান্ধিয়াছি জাঙ্গাল
ওপরে পাতর হেটে শাল পিয়াল।
সীতা বলেন প্রভু রাম কমললোচন
সাগর বান্ধিয়া দেশেতে করিলা গমন।
রাবণ আনিল আমার ললাটে লিখন
বিনা দোষে সাগরের করেছ বন্ধন।
জাঙ্গাল বহিয়া সকল রাক্ষস হবে পার
পৃথিবীতে না থুইবে জীবের সঞ্চার।

রাম সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী
সপ্ত পাতাল থাকিয়া তাহা সাগর দেব শুনি।
পাতাল হইতে উঠিয়া সাগর যোড় করিল হাত
আমার বচন শুন প্রভু রঘুনাথ।
আমারে বান্ধিয়া করিলা সীতার উদ্ধার
আপনা পাইলা বন্ধন রহিল আমার।
তুমি যদি না ঘুচাইলে আমার বন্ধন
তিন যুগে বন্ধন ঘুচায় আছে কোন জন।
সাগরের বোলে রাম লক্ষ্মণে নেহালে
ধনু লইয়া লক্ষ্মণ বীর নামিল আঙ্গালে।
ধনুর খলে পাতর তিনখান খশায়
দশ যোজন করি তখন একেক পথ হয়।
আঙ্গাল ভাঙ্গিল জল বহে খর স্রোতে
লাফ দিয়া লক্ষ্মণ উঠিল গিয়া রথে।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের লঙ্কাকাণ্ড সার
চক্ষুর নিমেষে রাম সাগর হৈল পার।

রাম বলেন শুন সীতা আমার বচন
শিব পূজা করিয়া করি দেশেতে গমন।
শিবের পূজা করিতে রামের লাগে মন
রামের মন বুঝি রথ নামিল তৎক্ষণ।
বালির শিবে সংস্কার করিল লক্ষ্মণ
লঙ্কা হৈতে হনুমান আনে গন্ধ চন্দন।
স্নান করি দিলেন মাতা সীতা ঠাকুরানী
জাঙ্গালের ওপর শিব পূজেন চক্রপানি।
জাঙ্গালের ওপর শিব পূজা করিল রাম
তেকারনে সেতুবন্ধরামেশ্বর নাম।
পুষ্পক রথে চড়িল রাম সীতা লইয়া কোলে
রাম সীতা দুই জনে সোনার চতুর্দ্দোলে।
চতুর্দ্দোলের দ্বারীমাত্র রহিল লক্ষ্মণ
রাম সীতা দুই জনে কহে পূর্ব্ববিবরণ।
ত্রিশ কোটি সেনা লইয়া সুগ্রীবের দেয়ান
সভার ওপর রাম সীতাও প্রধান।
সমুদ্রতীরে দেখান সীতারে বানর আওতা
ঘর সাজাইলাম তথা গাছের লতা পাতা।

লতার বন্ধন ঘর পাতার ছাওনি
একেক যোজনের পথ ঘর একখানি ।
এইখানে বিভীষনের সহিত মিলন
এইখানে সাগর মোরে দিল দরশন।
কিষ্কিন্ধ্যার দেখ এই গাছের মরালি
সুগ্রীব মিত্র করিলাম যথা মারিলাম বালি।
ঋষ্যমুখ পর্ব্বত দেখ ওহ যে শোমার
বানর সুগ্রীব মিতার ওহার ওপর ঘর ।
সীতা বলেন রঘুনাথ কমললোচন
এই পর্ব্বতে দেখিলাম বানর পঞ্চ জন।
কাপড় ছিঁড়ি ফেলিলাম গায়ের অভরন
রাম লক্ষ্মন বলি বিস্তর করিনু ক্রন্দন ।
পাতা লতা ধরি আমি রহিবার মনে
এড়ং বলি রাবন চুল ধরি টানে ।
রাম বলেন নাহি কহ সে সব বচন
তোমার হরে রাবনের হইল মরন!
চৌদ্দ যুগ ছিল আর রাবন পরমায়ু
তব চুল ধরি রাবন হইল অল্পায়ু ।

পম্পা নদী দেখ সীতা নির্ম্মল জলে
মতঙ্গ নামে ব্রহ্মচারী ছিল ওহার কুলে ।
স্নান করি বসন মুনি রাখিয়াছে ডালে
সহস্র বৎসর হৈল তবু নাহি গলে ।
এইখানে কবন্ধ হৈল মোর দরশন
একেকখান হাত যার একেক যোজন ।
জটায়ু পক্ষির স্থান সীতা দেবী দেখি
তোমানাগি যুদ্ধ করি প্রান দিল পাক্ষী ।
শুযাদিয়া ঘর দেখ করিল লক্ষ্মন
এই ঘর হইতে তোমায় লইল রাবন ।
তোমায় হারাইয়া মোর হইল হুতাশ
এই ঘরে করিনু সীতা দুই উপবাস ।
হের আর রনস্থলী দেখল সুন্দরী
সহস্র রাক্ষসে খর দূষনেরে মারি ।
অগস্ত্য মুনির দেখ স্থান পঞ্চবটী
যেখানেতে শূর্পনখার নাক কান কাটি ।

ঐ দেখ মুনির পাড়া সরভঙ্গঘর
ধনুক বান যথা মোরে দিল পুরন্দর।
অস্তিক মুনির বাড়ী সীতা এই কত দুর
যেখানে পরিলা সীতা অঙ্গরাগ সিন্দুর।
কুন্ত নদীর তীরে সীতা আইলাম সন্নিধান
বাপের মরনবার্ত্তা পাইয়া দিলাম পিণ্ড দান।
হাতে পিণ্ড লইতে বাপা আইল গোচরে
শাস্ত্রব্যবহারে থুইলাম কুশের ওপরে।
সর্ব্বত্র দেখ এই আইলাম চিত্রকূট পর্ব্বতে
আমা লইতে আইল ভরত রাজ্য দযেতে।
বশিষ্ঠ নারদ আইল কুলের পুরোহিত
চরনে ধরিয়া ভরত বলিল ত্বরিত।
ভরতের বাক্য শুনিলে বাপের সত্য নড়ে
কার্য্য সিদ্ধি হইল সীতা সকল মনে পড়ে।
শৃঙ্গবের দেখ ঐ গাছের ময়াল
যাহাতে মিত্র আছে মোর গুহক চণ্ডাল।
নন্দিগ্রাম দেখ সীতা গাছের ময়ালি
যাহাতে ভাই আছে মোর ভরত মহাবলী।

নন্দিগ্রাম শুনি বানরকটক কৌতুকী
রথের উপর থাকিয়া দেখে দিয়া উকিঝুকি।
নন্দিগ্রামের নামে বানর হরিষ বিশেষে
বানরকটক বলে ঠাকুর আজি যাব দেশে।
রাম বলেন ভরদ্বাজ দেখ চিত্রকূটে
মুনি সম্ভাষিতে মোর ব্যাজ হবে বটে।
মুনির চরন বন্দিতে রামের হইল মন
রামের মন বুঝিয়া রথ নামিল তৎক্ষন।
মুনির তপোবনে রাম করিল প্রবেশ
সর্ব্ব লোকে হরি বল রাম আইল দেশ।
মুনির চরনে রাম হইল নমস্কার
দেশের বার্ত্তা কহ মুনি যেবা জান সার।
চৌদ্দ বৎসর বনবাস না জানি কুশল
আমার দুঃখে ভরত ভাই হইয়াছেন দুর্ব্বল।
মাতা বিমাতা মোর বাপের যত রানী
কেবা মৈল কেবা আছে কিছুই না জানি।
মুনি বলেন রাম তুমি না হও উতরোল
সকলতে ভাল আছেন আবেশে দেহ কোল।

মাতা বিমাতা তোমার কেহ নাই ঘরে
দেশে গিয়া সভারে দেখিবে ঘরেঘরে।
তোমার ভাই ভরতের অপূর্ব্ব কাহিনী
চারি যুগে ত্রিভুবনে কোথাও না শুনি।
চতুর্দ্দোল সিং-হাসন এড়িল খাটপাট
হস্তী ঘোড়া রাখি ভরত ভুমে বহে বাট।
গাছের বাকল পরে ভরত জটা ধরে শিরে
সুগন্ধি নারায়ণ তৈল না মাখে শরীরে।
রাজা হইয়া ভরত নহেন রাজভোগী
মুনির ব্যবহার করেন যেন পরমযোগী।
রত্নসিং-হাসনের উপর নেতের বসন পাতি
তোমার পাদুকা থুইয়া তাহে ধরেন দণ্ড ছাতি
পাদুকার হেটে থাকেন রায় কুমারচর্ম্মে
বশিষ্ঠ নারদ লইয়া থাকেন রাজকর্ম্মে।
দেয়ান সকলি ভরত যখন ঘরে যায়
তোমার পাদুকার ঠাঁই মাগেন বিদায়।
মুনির কথা শুনিয়া রায়ের লাগিল তরাস
ভাই দেখিতে রঘুনাথের বাড়িল আবেশ।

মুনি বলেন রামচন্দ্র আইলা আমার ঘর
তোমাদরশনে আমার জীবন সফল।
মুনি সকল যজ্ঞ করে বিষ্ণু আরাধিনে
সেই বিষ্ণু আসিয়াছেন আপনি নারায়নে।
আপনি বিষ্ণু রঘুরায আসিয়াছ আমার পাশ
তোমাদরশনে আমার এথাই স্বর্গবাস।
যত দুঃখ পাইলা রাম দণ্ডক অরন্যে
তারে অধিক দুঃখ পাইলা সীতার হরনে।
আপনি বিস্তর দুঃখ পাইলা দুর্জ্জয় লঙ্কার রনে
সকল দুঃখ পাশরিলা মারিয়া রাবনে।
মরিল পাপ দেখিলে তুমি লঙ্কার ভিতর
ইন্দ্র জীয়াইয়া দিল মরা যত বানর।
সকল কথা জানি আমি ধ্যানের কারনে
আমি এক বর দিব আছে মোর মনে।
আমার কাছে আইলে আমার পীরিতের তরে
সকল কটক ভুঞ্জাইব অতিথিব্যবহারে।

তোমার প্রসাদে দারিদ্র নহে মুনি
আজ্ঞা কর ভুঞ্জাই ঠাট সত্তর অক্ষৌহিণী।
দিবা আওয়াস দিব গোসাঞি দিবা দিব বাসা
ভালমতে করিব তোমার কটকের জিজ্ঞাসা।
কথাবার্ত্তায় তোমার সঙ্গে বঞ্চিব রজনী
রাত্রি প্রভাতে তোমারে দিবত মেলানি।
রাম বলেন মুনি গোসাঞি অলঙ্ঘ্য বচন
আজি হেথা থাকি কালি দেশেরে গমন।
আপনারে নাহি চাই বানরের তরে
বানরের আহার মিলুক তোমার তপের ফলে।
তোমার দেশে যত আছে আম্র কাঁঠাল
অকালেতে ফল ফুল হৌক ডালেডাল।
শুখান গাছ মুঞ্জুরুক ফল ফুল পাতে
গাছের ডালে মধুর বাসা লাগুক চারিভিতে।
নন্দিগ্রাম থাকিয়া বানর অযোধ্যায় যখন যায়
ঘরেতে থাকিয়া যেন ফল ছিণ্ডিয়া খায়।
যতেক বর চান রাম সকল দেন ঋষি
নানা অমৃত খাওয়াইয়া সকল কটক তুষি।

যজ্ঞশালায় ভরদ্বাজ করিল বেয়ান
সভার আগে বিশ্বকর্ম্মা আইল আগুয়ান॥
বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মান করিল সোনার চওরি
সোনার ঘাট বান্ধিলেন দীর্ঘ পুখরী।
আশি যোজনের পথ করিল স্থান আওতন
অমরাবতী স্বর্গ যেন করিল গঠন।
সংসার আনিতে মুনি পারেন বেয়ানে
দেবকন্যা লইয়া মুনি আইল সেইখানে॥
ঠাঁই২ বিচিত্র সোনার নাটশালা
দেব গন্ধর্ব্ব তথা বিদ্যাধরির মেলা।
ভরদ্বাজের তপের ফলে ত্রিভুবন মোহে
গঙ্গা যমুনা নদী সেইখানে বহে॥
আরবার ভরদ্বাজ যুড়িল বেয়ান
আপনি লক্ষ্মী দেবী হইল অধিষ্ঠান।
লক্ষ্মী দেবী যজ্ঞে গিয়া করিল রন্ধন
ইন্দ্রকন্যা করিতে লাগিল পরিবেশন।
সোনার থাল সোনার ডাবর ঝারি পীড়ি
আশি যোজনের পথ বসিল সারি২।

স্বর্ণথালে কন্যা পরিবেশে কটক বসে খায়
কে অন্ন দিয়া যায় দেখিতে না পায়।
লাড়ু পাঁপড় তিলমোদক রাশিরাশি
পাকা কাঁঠালের কোশ বানর বসিয়া চুষি।
মধু পিয়ে বানরকটক ভরিয়াভরিয়া গাড়ু
গাল ভরিয়া খায় কেহ ভাগর ঝালের লাড়ু।
ঝাললাড়ু খাইয়া বানরের চক্ষে পড়ে লোহ
বাপ মা মরিল যেন বানর পাইল মোহ।
গজা আঁচড়ায় কেহ করে খোঁখোঁ
কুড়াং বানর বলে শুভ নিয়া যো।
যুবক বানর সব করে নানা কেলি
খাবার দায় থাকুক দ্রব্য চারিদিগে ফেলি।
ক্ষীর ক্ষীরসা ক্ষীরের লাড়ু মুগসাগুলি
অমৃতা চিতুই দুগ্ধ নারিকেল পুলি।
পায়স পাঁপড়া নাশিম নাম অনুপম
চন্দ্রকান্তি মনোহরা কলাবড়া নাম।
সুগন্ধি কমল অন্ন পায়স পিষ্টক
সুখে ভোজন করিল শ্রীরামের কটক।

দেবযোগ্য ভক্ষ্য ভোগ খাইতে সুস্বাদু
যত পান তত খান খাইতে সুস্বাদু।
গলাদোষর হইল বুক পাছে ফাটে
আচমন করি শুইল সিহাং-সন খাটে।
উলিটয়া ডাবরের পরে কৈল আচমন
স্বর্ণখাটে শুইয়া করে তাম্বুল ভক্ষন।
সোনার খাটে শুইল বানর শয্যাতলে
দশং সুন্দরী একেক বানরের কোলে।
লঙ্কা থাকিয়া কন্যাগুলা আসিয়াছে সং-হতি
বানরের কোলেতে লাগিল পাতিপাতি।
কন্যায়ং সভে শোভিল সভার গলা
এক সুতে গাঁথিল যেন পারিজাতমালা।
দেবকন্যা কোলে করিয়া নিদ্রা যায় সুখে
সুখে রাত্রি বঞ্চে সভে আপন কৌতুকে।
রাম লক্ষ্মন সীতা করিল ফল মুল ভক্ষন
রামজয়ং বলিয়া ডাকে বানরগন।
সুখে রাত্রি বঞ্চে বানর শৃঙ্গার কুতুহলে
রাত্রি প্রভাতে ওঠে অতি বেহানবেলে।

রাত্রি প্রভাত হইল প্রত্যূষবেহান
বার্ত্তা কহিতে দেশের তরে চলে হনুমান।
নন্দিগ্রাম যাইবা ভাই ভরতের উদ্দেশে
মোর কথা ভাইরে কহিবে অশেষ বিশেষে।
শৃঙ্গবের পুর তুমি যাবে আগুয়ান
চণ্ডাল মিতেরে আমার জানাবে কল্যান।
চক্ষের নিমেষে হনুমান উঠিল গগন
ভরত সম্ভাষিতে যান ত্বরিত গমন।
মনেমনে চিন্তেন বীর পবননন্দন
কোন রূপে উহার আগে দিব দরশন।
স্বভাবে চণ্ডাল জাতি বড়ই চঞ্চল
বানররূপ দেখিয়া মোরে করিতে পারে বল।
মনুষ্যরূপে ভেটিব গুহকবিদ্যমানে
এই যুক্তি মনেমনে করে হনুমানে।
গঙ্গামুখী ঘর তাহা ছাওনি সব নাড়া
অনুমানে হনুমান বলেন এই চণ্ডালপাড়া।
চক্ষের নিমেষে গেল শৃঙ্গবের পুরে
বানররূপ ত্যজিয়া মনুষ্যরূপ ধরে।

গুহক চণ্ডাল বসিয়াছে আপন দেয়ানে
মনুষ্যবচনে হনুমান গেল বিদ্যমানে।
দেয়ানে বসিয়াছে চণ্ডাল গলায় পুষ্পমাল
হনুমান বার্ত্তা কহে শুনহে চণ্ডাল।
রাম লক্ষ্মণ তোমায় জানাইলেন কল্যান
মিত্র সম্ভাষনে চল ত্বতহ দেওয়ান।
হরিষে চণ্ডাল পুছে গদগদ ভাষে
রাম লক্ষ্মণ সীতা দেবী কত দূরে আইসে।
কালি রহিয়াছেন রাম ভরদ্বাজের পুর
পথে দেখা পাবে রামের চলহ সত্বর।
রাম লক্ষ্মণ আইল পড়িয়া গেল সাড়া
দামাগুড়গুড় বাদ্য বাজে নাচে চণ্ডালপাড়া।
ঙড় করিয়া ঝুটি বান্ধে টানিয়া পরে বেড়া
নানা অস্ত্র সাজে জাঠি শেল ঝকড়া।
চতুর্দ্দিগে হাত তুলি বাজায় চাযুচি
ঙঘড়াঘড় করিয়া চণ্ডালের ফৌজ নাচি।
নাচেরে চণ্ডাল সব আনন্দ হইয়ে
আজুক চণ্ডালের রায নাচে চণ্ডালের মায়ে।

গুহ বলে হীরা মণি দামী আর নফর
মিত্রসম্ভাষণে লইবে নারিকেল ফল।
গুড়া ভরিয়া মৎস্য লইবে কৈ উৎপল
পদ্মের মৃণাল লইবে আর পানিফল।
চলিল গুহার ফৌজ দগড়ে দিয়া সান
সাত কোটি চণ্ডাল চলিল গুহার যোগান।
একেক চণ্ডাল চলিল দেখিতে পর্ব্বত
সকল ঘুড়িয়া চলিল সাত প্রহরের পথ।
নানা দ্রব্য লইয়া গুহা রামের কাছে এড়ে
রামের ইঙ্গিত পাইয়া বানরে সব নাড়ে।
রাম বলেন মিতা তুমি আছ হে কুশলে
গুহা বলে রাম তুই আইনি ভালেভালে।
গুহার কথা শুনিয়া হইল রঘুনাথের হাস
রাম বলেন মিতা এ যে জাতের সম্ভাষ।
চণ্ডাল জানে রাম না করিল মনে
রথে তুলিয়া গুহারে দিলেন আলিঙ্গনে।
রঘুনাথ ঠাকুরের এমত ঠাকুরালি
চণ্ডাল বানর রাক্ষস লইয়া রামের মিতালি।

সাত কোটি চণ্ডাল কৈল রামসম্ভাষন
দেখিবামাত্র চণ্ডাল সব গেল স্বর্গভুবন ।
রামসম্ভাষনে হইল পাপ বিমোচন
সবর্ব লোক স্বর্গ গেল চড়িয়া বিমান ।
রামরাম বলিয়া যদি মরেত চণ্ডাল
সবর্বথা সে স্বর্গ যায় জন্ম নাহি আর ।
বানররূপে হনুমান উঠিল গগনে
ভরত সম্ভাষিতে যান ত্বরিত গমনে ।
নানা তীর্থ এড়াইল নদী নানা স্থানি
গোমতী পার হইলেন পরমসন্ধানী ।
হেটে শালগাছ এড়ান তিন শত যোজন
নন্দিগ্রাম উত্তরিল পবননন্দন ।
গগনমণ্ডলে বীর রহিল অন্তরীক্ষে
অন্তরীক্ষে থাকিয়া বীর নন্দিগ্রাম দেখে ।
গড় প্রাচীরে দেখিল পবর্বতের সার
হস্তী ঘোড়া দেখে বীর পবর্বত আকার ।

সিংহাসনের ওপরে পানই বেড়িয়াছে নেতে
শ্বেত চামরের বাতাস পড়িছে চারিভিতে।
তিন যোজন পুরুস্ত প্রাচীর বিচিত্র নির্ম্মাণ
গাছের দ্বার শোভা করে বিচিত্র গঠন।
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ কোটি অযুত
আটাশি কোটি রাজা দ্বারেতে যযুত।
বিচিত্র নির্ম্মাণ ঘর বিচিত্র আওয়াস
দশ যোজন একেক ঘর লাগেছে আকাশ।
মরকতের স্তম্ভ লাগে মানিক রতন
হস্তী ঘোড়া সংখ্যা নাই কে করে গণন।
ঠাঁই২ বিচিত্র সোনার নাটশালা
দেব দানব গন্ধর্ব্ব হয় বিদ্যাধরের মেলা।
রত্নসিংহাসনের ওপর নেতের বসন পাতি
তাহার ওপর পানই থুইয়া ধরিয়াছে ছাতি।
পানইর হেটে আছেন ভরত কৃষ্ণসারচর্ম্মে
বশিষ্ঠ নারদ লইয়া আছেন রাজকর্ম্মে।
সাক্ষাতে ভরত বিষ্ণু হইয়াছেন অধিষ্ঠান
অনুমানে ভরতে চিনিল হনুমান।

অন্তরীক্ষ হইতে শুনিয়া করিল প্রণাম
যোড়হাত করিয়া বলেন আপনার নাম।
হনুমান নাম আমার জাতি বানর
সুগ্রীবের পাত্র আমি পবনকোঙর।
আপনি বিষ্ণু রঘুনাথ তার আমি দাস
এই পুন্যে পাইলাম ভরত তোমার সম্ভাষ।
বিষ্ণু অবতার ভরত তুমি নারায়ন
তোমাদরশনে হয় পাপ বিমোচন।
কেকয় রাজার ছিল কুলের নন্দিনী
তোমার বাপ বিবাহ করিল কুলেরকামিনী।
রাজমহাদেবী তিনি রাজার নন্দিনী
সোহাগে জিনিলেন তিনি সাত শত রাণী।
রাজার সেবা করিয়া তিনি হইল প্রধান রাণী
তাহার গর্ব্বে ভরত বিষ্ণু জন্মেছ আপনি।
স্ত্রীর বুদ্ধে বর মাগেন কুলের দুষ্কর
রামের বনবাস তিনি বাছিয়া মাগেন বর।
মায়ের অপরাধ ঘুচাইলে তোমা পুত্রের গুনে
তোমার চরিত্রে চমৎকার লাগে ত্রিভুবনে।

হস্তী ঘোড়া রথ এড়িয়া ভ্রমে বাট বহি
রাজা হইয়া ভাইভক্ত হেন জন কহি।
রাজা হইয়া ভরত তুমি নহ রাজভোগী
মুনিব্যবহার ধর যেন পরমযোগী।
যে ভাই আনিতে গেলে লইয়া রাজ্যখণ্ড
যে ভাই বিহনে এই পানই ধর দণ্ড।
চৌদ্দ বৎসর দুর্ব্বল তুমি যে ভাইর আবেশে
সেই রাম পাঠাইল তোমার উদ্দেশে।
শুভ বার্ত্তা কহিল যদি পবননন্দন
উঠিয়া ভরত তারে দিল আলিঙ্গন।
হনুমানে কোল দিয়া ভরত নাহি এড়ে
মুক্তার গাঁথনি যেন চক্ষের জল পড়ে।
হনুমান বার্ত্তা কহিলেন অমৃতের ছড়া
শুনিয়া ভরতের গায় পড়িল সিচড়া।
ভরতের চক্ষের জলে হনুমান তিতে
হনুমানে দান দিতে মনেমনে চিন্তে।
তিন শত গাবী দিল অতি দুগ্ধাল
দুই শত গাছ দিল আম্র কাঁঠাল।

অগ্নিবর্ণে সোনা দিল আশি হাজার তোলা
মণি মাণিক দিল মর্ব্বেতে গাঁথা পলা।
রূপে গুণে কুলে শীলে যাহার বাখান
এগার শত কন্যা হনুমানেরে দিল দান।
কন্যাগুলা দেখি হাসে পবননন্দন
বনের পশু আমি কন্যায় কোন প্রয়োজন।
যত দান দেহ ভরত কিছুই না মানি
রঘুনাথের মঙ্গল হবে তাহা আমি গণি।
এত যদি হনুমান কহিল কারণ
পুনরপি ভরত তারে দিল আলিঙ্গন।
চৌদ্দ বৎসরে শুনিলাম অপূর্ব্ব কাহিনি
বানর নহ হনুমান দেবের ভিতর গণি।
ভরত বলেন জিজ্ঞাসি আমি দেয়ানের মাঝে
কোন কার্য্যে বানরকটক রামের সহায় যুঝে।
মোর বংশে বানরের উপকার নাহি করি
বানরকটক রামের সহায় মনে বিস্ময় করি

কোন২ সেনাপতি কিবা তার বাখান
দেশে আইলে সভাকার করিব সম্মান।
এত যদি পূর্ব্বকথা জিজ্ঞাসে ভরতে
সকল কথা হনুমান লাগিল কহিতে।
রাজ্য ছাড়িয়া রঘুনাথ গেল পঞ্চবটী
তথা গিয়া শূর্পণখার নাক কান কাটি।
চৌদ্দ হাজার রাক্ষস মারিল খর দূষণ
মায়ামৃগছলে সীতা লইল রাবণ।
সীতা চাহিয়া বেড়াইতে সুগ্রীবের সনে ভেট
সুগ্রীবেরে রাজ্য দিল বালি মারিয়া জ্যেষ্ঠ।
সং-সারের বানর আইল সুগ্রীবের আদেশে
সীতা চাহিতে বানরকটক গেলাম দেশে২।
এক মাসের তরে রাজা করিলেন নিশ্চয়
মাসেকের অধিক হইলে প্রাণে বাসি ভয়।
পাতালে প্রবেশ করিলাম মহা অন্ধকার
মরিব বানরকটক যুক্তি করিলাম সার।
অন্ধকার পাতালের ভিতর করিনু প্রবেশ
সপ্ত পাতাল চাহিয়া কোথাও না পাই উদ্দেশ।

বিন্দুগিরি পর্ব্বতে হইল সম্পাতির সনে দেখা
রামনাম বলিতে তার উঠিল দুই পাখা।
পক্ষিরাজ সম্পাতি জটায়ূ পক্ষের জ্যেষ্ঠ
তার বাক্যে সাগর ডিঙ্গাই সীতা পাই ভেট।
সাগরের কূলে গেলায় সকল বানর
একেশ্বর ভরত আমি ডিঙ্গাইলাম সাগর।
একেশ্বর লঙ্কার ভিতর করিনু প্রবেশ
রাজার অন্তঃপুরে সীতার না পাই উদ্দেশ।
আওয়াসেং চাহি সীতা নাই দেখি
প্রাচীরে বসিয়া কান্দি হইয়া বড় দুঃখী।
দুই প্রহর রাত্রি গেল তৃতীয় প্রহরে
সীতা দেবী দেখি অশোকবনের ভিতরে।
কোথা হইতে আইলি জিজ্ঞাসেন বৈদেহী
সুগ্রীবের সনে মিতালি তাহা আমি কহি।
রামের অঙ্গুরী দিলাম সীতা এই নিদর্শন
অঙ্গুরী পাইয়া সীতা করিল ক্রন্দন।
মাতা হইতে কাড়িয়া দিল বিচিত্র মণি
মণি দিয়া প্রভুর চরণে কহিও কাহিনী।

হেন মনি আসিয়া দিলাম শ্রীরামবিদ্যমানে
মনি পাইয়া কান্দীল বিস্তর ভাই দুই জনে।
বানরের সঙ্গে যোগ করি বান্ধিল সেতুবন্ধ
সবান্ধবে রঘুনাথ মারিল দশকন্ধ।
প্রহস্ত সেনা মারা গেল নীল বানরের তেজে
নাগপাশ মুক্ত করিল গরুড় পক্ষিরাজে।
ইন্দ্রজিত অতিকায় লক্ষ্মন বীর মারি
আপনি রাবন মারিলেন দেবরথে চড়ি।
শত্রু ক্ষয় করিলেন রাম নিজ বাহুবলে
রাম লক্ষ্মন সীতা তিন জন আইসেন কুশলে।
সুগ্রীব রাজা আইসেন রাক্ষস বিভীষণ
পাত্রমিত্র লইয়া চল রামসম্ভাষণ।
কালি রহিয়াছেন রাম ভরদ্বাজের ঘর
পথে দেখা পাইবে রামের চলহ সত্বর।
শুভ বার্ত্তা কহিল যদি বীর হনুমান
শত্রুঘ্নের তরে ভরত করিল সন্বিধান।
শুভ দিন হইল রে ভাই দুঃখ অবশেষ
চৌদ্দ বৎসরের পর প্রভু আইল দেশ।

পাতরের পুত্তিয়া যত আছে স্থানেং
গন্ধ চন্দনে তাহা সভাবে করাও স্নানে।
দেবতার স্থানে বাদ্য বাজাওক বাইতি
ধুপ দীপ নৈবেদ্য দেহ ঘৃতের জ্বাল বাতি।
ফল ফুল নৈবেদ্য ভরিয়া দেহ ডালা
সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠের জ্বাল ভাই পাতলা।
ভাঙ্গা ডহর কাটিয়া ভাই কর এক সোষর
আপনি ছাড়াও ধুলা যার বাজহ বিস্তর।
পুতি নগারিয়া দ্বারে পুতিয়া যাহ কলা
গাছেগাছে পতাকা বান্ধ সুগন্ধি পুষ্পমালা।
আলগোছ টাঙ্গা বান্ধ নেতের ওয়াড় বেড়ি
ভুখি মধ্যে দেখে যেন নগারের বশ্বয়ারি।
যে স্ত্রী রামের চরন করিবে নিরীক্ষন
কোটিং জন্মের পাপ হইবে বিমোচন।
যতেক বলিল ভরত করিল শত্রুঘ্ন
নন্দিগ্রাম হইল যেন স্বর্গভুবন।
রাজা সহিত চলিল ভরত কটকে ধুলা ওড়ে
রামের দুই পানই করিল মাতার ওপরে।

পানই উপরে ছত্র দণ্ড শ্বেত চামর ঢুলে
চৌদ্দ বৎসর উপবাসী পথ বহিতে টলে।
যত পা বাড়ায় ভরত তত নমস্কারে
রাজ্যসমেত যান ভরত রাম আনিবারে।
বশিষ্ঠ নারদ চলে কুলের পুরোহিত
সংসারের লোক চলে হইয়া আনন্দিত।
যুদিত হইল দোলা লেতের ওয়াতে
সাত শত সতীনেতে কৌশল্যা দেবী নড়ে।
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বিস্তর
রাম দেখিতে লোক জন চলিয়াছে তৎপর।
উর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া চলিল নারী গর্ভবতী
লজ্জা ভয় ত্যজিয়া চলিল কুলের যুবতী।
কানা খোঁড়া শিশু বুড়া লয় অন্য জনে
অন্ধ জন চক্ষু পায় শ্রীরামদরশনে।
অনেক ব্রাহ্মণ চলে অনেক ব্রাহ্মণী
পৃথিবীতে ঘরে নাহি রহে এক প্রাণী।
অবধূত সন্যাসী চলিল ঊর্দ্ধ মুখে
নপুংসক চলিল যে হৃগিন রাখে।

গাছে পক্ষী না রহে পশু না রহে বনে
স্থাবর জঙ্গম কীট পতঙ্গ রথের সনে।
ভূত পিশাচ যত আছে অন্তরীক্ষে
রঘুনাথ দেখিতে যায় কেহ নাহি থাকে।
এগার শত বিহঙ্গে বাহির হইল কত পথে
তবু পথে ভরত রামকে না পান দেখিতে।
ভরত বলেন চঞ্চল জাতি বানর হনুমান
যত কিছু বলিল মোরে নহিল বিদ্যমান।
হনুমান বলেন ভরত না হও উতরোল
গোমতির পারে শুন কটকের রোল।
ভরদ্বাজ বলিল দেখ হরি বিদ্যমান
শুখানা গাছে ফল মূল লহ এই দান।
ঐ দেখ রথখান লাগিয়াছে আকাশে
ব্রহ্মার সৃজন রথ বহে রাজহংসে।
ঐ রথখানের কথা অপূর্ব্ব কাহিনী
রথ উপর কটক চড়িছে সত্তর অক্ষৌহিণী।
তিন কোটি রাক্ষসে চড়েছে বিভীষণ
রথের এক কোণে গিয়া রয়েছে রাক্ষসগণ।

রথখান দেখে সভে ঢাকেছে গগন
সুর্য্যের তেজ ঢাকে যে রথের কিরন।
ভরত হনুমানে হেতা দুই জনে কথন
হেনকালে রথ লইয়া আইল পবন।
ভরত দেখিয়া রাম হইল ফাঁফর
অস্থি চর্ম্মসার অতি ক্ষীন কলেবর।
চলিয়া আসিতে পা ওছড়িয়া পড়ে
হনুমান কোলে করিয়া রথে গিয়া চড়ে।
রথের ওপর চারি ভাই হইল দরশন
চৌদ্দ বৎসরের পরে দিল আলিঙ্গন।
আপনি প্রভু ভগবান রাম অবতার
রামের চরনে ভরত করিল নমস্কার।
রাম নমস্করিয়া ভরত সীতা নমস্করি
ভরতে আশীর্ব্বাদ করে সীতা সুন্দরী।
জ্যেষ্ঠজ্ঞানে ভরত লক্ষ্মন নাই বন্দে
ভরত লক্ষ্মন কোলাকোলি পরমানন্দেন।
তিনের অনুজ বটে বীর শত্রুঘ্ন
চারি ভাই মেলিয়া একবার হইল আলিঙ্গন।

এক বিষ্ণু চারি জন মায়ার কারন
দেবগন বলেন পাছে হয় গিয়া মিলন।
একবারে চারি ভাই হইল আলিঙ্গন
এক ঠাঁই পাইয়া করে পুষ্প বরিষণ।
বশিষ্ঠ নারদ মুনির করিল চরণ বন্দন
আর যত বন্দিল রাম কুলের ব্রাহ্মণ।
পুত্রশোকে কৌশল্যার অস্থি চর্ম্মসার
রামং বই দেবির মনে নাই আর।
মাতা বিমাতারে রাম কৈল নমস্কার
আশীর্ব্বাদ করেন তারা করিয়া পরিহার।
রামে বনবাস দিয়া কৈকেয়ী হইয়াছেন কানি
রামে আশিব্বাদ করিতে কৈকেয়ী লাজ মানি।
কৈকেয়ী দেখিল রাম বড় লজ্জিত মন
সময় পাইয়া বলেন রাম ভল বচন।
তোমার দোষ নাই সতাই দৈবের নির্ব্বন্ধ
নহে কোথা থাকি সীতা পাইবে দশকন্ধ।

তোমার প্রসাদে সীতা করিলাম উদ্ধার
তোমার প্রসাদে বুঝিলাম ভরতের ব্যবহার
তোমার প্রসাদে পাইলাম সুগ্রীব মিত
মিত্রা হইয়া কেহ কারু নাহি করে এত হিত।
একেএকে রামচন্দ্র কহেন সকল কায
রামের বচনে কৈকেয়ী অধিক পাইল লাজ।
রথে হইতে রঘুনাথ ভূমে বহে বাট
হেনকালে ভরত যোগান পানই দুইপাট।
চৌদ্দ বৎসর সেবা করিলাম ব্রত আরাধিতে
হেন পানই লাগুক প্রভুর শীতল চরণে।
পানই পায়ে দিল প্রভু কমললোচন
পুরীমধ্যেত যাত্রা বোয়ায় পানই দরশন।
প্রবেশ করিল রাম ভিতর আওয়াসে
সর্ব্ব লোকে হরি বল রাম আইল দেশে।
বাহির চৌতরায় রাম করিল দেয়ান
ছত্রিশ কোটি সেনাপতি দাণ্ডাইল প্রধান।
সভাকারে আসন যোগাইল শীঘ্রগতি
ছত্রিশ কোটি বসিল প্রধান সেনাপতি।

ভরতেরে করান রাম কটক পরিচয়
সুগ্রীব রাজা দেখ ঐ সূর্য্যের তনয়।
অঙ্গদ যুবরাজ দেখ বালির কুমার
সুগ্রীব রাজা দিল যারে সকল অধিকার।
গয় গবাক্ষ দেখ এই গন্ধমাদন
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র দেখ গবাক্ষ চন্দন।
ঋষভ কুমুদ দেখ পনস সম্পাতি
নল নীল দেখ এই প্রধান সেনাপতি।
সুষেন জাম্বুবান দেখ বুদ্ধের সাগর
ঔষধি মন্ত্রে ওড যুদ্ধে বড় খরতর।
হনুমান বীর দেখ পবননন্দন
যাহার বিক্রমে আমি মারিলাম রাবণ।
হনুমানের গুণের কথা কি কব বিশেষ
হনুমান করিয়াছেন মোর সীতার উদ্দেশ।
যত কার্য্য হনুমানের সকল কার্য্য দড়
চারি ভাই হইতে মোর হনুমান বড়।
লঙ্কার রাজা দেখ ঐ ধার্ম্মিক বিভীষণ
যাহার মন্ত্রণায় আমি মারিলাম রাবণ।

আপনি রঘুনাথ গোসাঞি যার গুণ কহে
অপূর্ব্ব জানে লোক তার মুখ চাহে।
কামরূপী রাক্ষস বানর নানা মায়া ধরে
রামের ইঙ্গিতে মনুষ্য হইল রাক্ষস বানরে।
ভরত বলেন সাক্ষী হইও রাক্ষস বানর
প্রভুর চরণে আমি করিব উত্তর।
নমস্কার করিল ভরত রামের চরণে
যোড়হাতে বলে ভরত রামবিদ্যমানে।
স্থাপ্য ধন আমার ঠাঁই আছে বাপের রাজ্য
তোমার আজ্ঞা পাইয়া করেছি রাজকার্য্য।
আজ্ঞা কর রাজ্য লহ বৈস সিংহাসনে
সেবা করি থাকিব গোসাঞি শীতল চরণে।
মহারাজ্য রাখিতে নারি আমার শকতি
গাড়র গাধা ধরিতে নারে সিংহের গতি।
বলী জনের বোঝা দুর্ব্বল বহিতে নারে
মহারাজ্য মহাপুরুষ রাখিবারে পারে।
আজি হইতে রাজ্যভার আমাতে নাহি লাগে.
পুরুষক্রমে রাজ্য প্রভু ভুঞ্জ যুগেযুগে।

ভরতের কথা শুনিয়া হাসে রঘুনাথ
চাপিয়া কোল দেহ ভাই পশারিয়া হাত।
বারেবারে বলে ভরত বিনয় বচন
শুনিয়া রঘুনাথ গোসাঞি দিল আলিঙ্গন।
তোমার ব্যবহারে ভাই আমি হইলাম বশ
পৃথিবী যুড়িয়া তোমার ঘুষিবেক যশ।
গুনকে জানাইল ওস্তম তিথি বার
মাতার জটা কাটিতে নাপিতে পড়িল হাঁকার।
সাত শত নাপিত আইল লোকেতে বাখানি
খুরের চালি না পাই যার চোখ নকনি।
চারি ভাই রঘুনাথ বসিল সোনার খাটে
শুভক্ষনে নাপিত মাতার জটা কাটে।
দাড়ি চুল কামাইয়া রামেরে করিল নির্ম্মান
সুবাসিত গঙ্গাজলে করাইল স্নান দান।
বল্কল এড়িয়া পরিল বিচিত্র বসন
চারি ভাই পরিল রাম চারি রাজার ধন।

সীতারে স্নান করাইল রাজার যত রানী
বৈকুণ্ঠ থাকিয়া লক্ষ্মী আইল আপনি।
রঘুনাথ করেছিলেন যেমত আচার
বল্কল পরিয়া এইমত আছিল সংসার।
অযোধ্যার যত লোক তপস্বীবেশ ধারী
চৌদ্দ বৎসরে বল্কল এড়িয়া দিব্য বস্ত্র পরি।
রঘুনাথের দুঃখে লোক ছিল সব দুঃখী
রঘুনাথের সুখে লোক বড় ছিল সুখী।
কৌশল্যা মহাদেবী করিল রন্ধন
চারি ভাই করিল রায় অমৃত ভোজন।
যজ্ঞস্থানে সীতা দেবী গেলেন আপনি
ভোজন করিল কটক সত্তর অক্ষৌহিণী।
তিন কোটি রাক্ষস নিয়া ভোজন করিল বিভীষণ
সত্তর অক্ষৌহিণী কটক করিল ভোজন।
সুখে রাত্রি বঞ্চে রাম প্রত্যুষ বেহানে
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে করে রামের দেয়ানে।
অযোধ্যার রাজা হল সকল নৃপতি
অযোধ্যায় চলিল রামে ধরিতে দণ্ড ছাতি।

রায়ের সঙ্গে চলিল সভে হস্তী ঘোড়া চড়ি
রায় দেখিতে স্ত্রী পুরুষ আইল রড়ারড়ি।
যে যেমন রিতে থাকে ঐ রিতে ধাঁয়
বৃদ্ধ কানা খোঁড়া শিশু কেহ নাই রয়।
কানা খোঁড়া ধরিয়াও আনে অন্য জনে
সকল দুঃখ ঘোচে তার রামদরশনে।
ঊর্দ্ধশ্বাসে ধাইয়া আইসে নারী গর্ব্ববতী
লজ্জা ভয় এড়িয়া আইসে যতেক যুবতী।
কি করিবে স্বামী কি করিবে ধনে জনে
সকল পাপ ঘুচিবেক রামদরশনে।
চল সভে দেখি গিয়া রায়ের চন্দ্রবদন
শরীর মুক্ত করিব দেখিয়া নারায়ণ।
ছত্রিশ কোটি যমযত্ত আইল দত্তাল
ছত্রিশ কোটি বানর নড়ে বিক্রমে বিশাল।
ঘোড়া হাতী চড়িয়া কটক অযোধ্যায় যায়
শুখানা গাছে ফল ফুল সকল জিড়িয়া যায়।
সুমন্ত্র রথ যোগাইল জয়জয় নাদে
রথের উপর চারি ভাই বিষ্ণু পরিচ্ছদে।

আপনি ভরত ধরিল ঘোড়ার কড়িয়ালি
লক্ষ্মন ঠাকুর চামর ঢুলান পড়িছে বিজুলি।
মাতার ওপর শত্রুঘ্ন শ্বেত চামর ধরে
বিষ্ণুমূর্ত্তি চারি ভাই রথের ওপরে।
দুইদিগে সারি দিয়া লোক রহিয়া চাহে
রঘুনাথের যত গুন লোকে দেখিয়া চাহে।
অনেক পুন্যে পাই গোসাঞি তোমাহেন রাজা
জন্মে২ রঘুনাথ করি তোমার পুজা।
সর্ব্বক্ষন দেখি তোমার শ্রীচন্দ্রবদন
সর্ব্ব লোক মুক্ত হয় রামদরশন।
রামের রূপ দেখিয়া স্ত্রী মজিয়া গেল চিত্তে
চক্ষের কোনে না চান রাম পরস্ত্রীর ভিতে।
পরস্ত্রী পরধন না চান চক্ষের কোনে
ধড়ফড়াইয়া স্ত্রী সব পড়িয়া মরে মনে।
যেন রাম তেন সীতা শোভে দুই জন
আর স্ত্রীর ভিতে রাম চাবেন কিকারন।
রামকে দেখিয়া স্ত্রী অন্তরে পুড়িয়া মরি
আপনা নিন্দিয়া সভে গেল ঘরাঘরি।

কি করিবে স্বামী লোক কি করিবেক ধনে
সকল দুঃখ ঘুচিল শ্রীরামদরশনে।
ঘরে গিয়া স্ত্রী লোকের প্রান নহে স্থির
অযোধ্যায় প্রবেশ করিল রঘুবীর।
ভরতের তরে রাম করিল আদেশ
রাক্ষস বানর রহিতে বাসা শূন্য কর দেশ।
রামের আজ্ঞায় ভরত চলিল সত্বর
বাজিয়া অপসর করিল ছত্রিশ কোটি ঘর।
এক বৃদ্ধ আওয়াস দেখিতে রূপস
চালের উপর শোভা করে রত্নের কলস।
রত্নের ঘরখান ঐ হীরে নানা জ্যোতি
এই আওয়াসে রহুক সুগ্রীব বানরপতি।
আর আওয়াস দেখ ঐ শুদ্ধ কাঞ্চন
তিন কোটি রাক্ষসে রহুক বিভীষণ।
আওয়াসখান দেখ মানিক পাতর
শত শঙ্খ বানরে রহুক অঙ্গদ কোঙর।
আর আওয়াসখান দেখ মুকুতাগাঁথনি
এই আওয়াসে হনুমান থাকুন আপনি।

ছত্রিশ কোটি সেনা ছত্রিশ অক্ষৌহিনী বানর
সভার তরে ভরত ঠাকুর দিল বাসাঘর।
সিন্ধু নদির তীরে আর সরযু তীরে
এত দুর চাপিয়া বৈসে রাক্ষস বানরে।
সরযু সিন্ধু নদীতে চল্লিশ যোজন
এত দুরে বৈসে রাক্ষস বানরগণ।
সোনার খাটে শুইল বানর শয্যাতলে
দেবকন্যা লইয়া বানর বঞ্চে কুতুহলে।
রাত্রি প্রভাতে গেল ভরত সুগ্রীবের ঘর
চত্র দণ্ড ধরিব কালি শ্রীরামের উপর।
পুনর্ব্বসু নক্ষত্র পূর্ণ চৈত্র মাস
রামচন্দ্র রাজা কালি আজি অধিবাস।
ত্রিভুবনের দ্রব্য আনিব কোন কার্য্যে গণি
সভে আনিতে নারি চারি সাগরের পানি।
রত্ননির্ম্মিত দিলাম চারিটি কলসি
চারি সাগরের জল দিবা যেন না হয় বাসি।
সাত শত নদী আছে পৃথিবীমণ্ডলে
মুনি সভার স্নানের পবিত্র হয় সেই জলে।

সাত শত সোনার কলসি দিলাম তব ঠাঁই
সকল নদির জল যেন কালি প্রাতে পাই।
বানরের ভিতে সুগ্রীব চাহিল কটাক্ষেতে
খাইয়া বানরকটক কলসি লইল হাতে।
সুগ্রীব বলে চারি সাগরে আমার চিহ্ন আছে
খালি জলির জল আনিয়া ভাণ্ডাও পাছে।
বানর পাঠাইয়া সুগ্রীব হইল নিশ্চিত
রামের অধিবাস করিল শাস্ত্রবিহিত।
বশিষ্ঠ নারদ মুনি করেন বেদধ্বনি
অখিল ভুবনে শব্দ রামজয় শুনি।
রাম সীতা ওবাসে রহিল দুই জনে
শত্রুঘ্ন লক্ষ্মণ রামের কাছে রহিল জাগরণে।
রাম সীতা দুই জনে কহেন কাহিনী
আর একটি দিন গোসাঞি আছিলাম এমনি।
সীতার কথা শুনিয়া হইল রঘুনাথের হাস
মধুর বচনে তারে করেন সম্ভাষ।
সীতা পূর্ব দিন ওবাস আছে পরিমিত
পর দিন রাজা হয় যে শাস্ত্রবিহিত।

শুভ রাত্রি প্রভাত পূর্ব্বদিগে প্রকাশ
হাতে কলসি করিয়া বানর ওঠিল আকাশ।
অগ্নিহেন ওঠিয়া চলিল নীল বানর
চক্ষের নিমেষে গেল বীর পূর্ব্বসাগর।
অযোধ্যায় পূর্ব্বসাগর চারি শত যোজন
রামের তেজে নীল বীর গেল তৎক্ষণ।
কলসি ভরিয়া থুইল সাগরের ঘাটে
চিহ্ন চাহিয়া নীল বীর বেড়ায় ওভ তটে।
রক্তচন্দনের ডাল দিলেক ঢাকনি
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী।
বুড়াকালে জাম্বুবান সাহসে করে ভর
চক্ষের নিমেষে গেল পশ্চিমসাগর।
অযোধ্যায় পশ্চিমসাগরে আট শত যোজন
রামের তেজে চক্ষের নিমেষে গেল তৎক্ষণ।
কলসি ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে
চিহ্ন চাহিয়া বুড়াবয়েসে বেড়ায় ওভরড়ে।
দেবদারুর ডাল ভাঙ্গি আচ্ছাদিল পানি
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী।

দক্ষিণসাগরে গেল নল বীর
দক্ষিণসাগর সেই বান্ধিয়াছে গভীর।
অযোধ্যায় দক্ষিণসাগর পাঁচ শত যোজন
রামের তেজে নল বীর গেল তৎক্ষণ।
নল দেখিয়া সাগরের শুকিল পরাণ
আরবার নল বীর আইল কিকারণ।
নল দেখিয়া সাগরের লাগিল তরাস
আরবার এতে সাগর জীবনের আস।
সাগরের ত্রাস দেখিয়া নলের হইল হাস
হাসিয়া সাগরের তরে দিতেছেন আশ্বাস।
রঘুনাথের সঙ্গে ছিলাম সেই আছে বল
কার শক্তি বান্ধিতে পারে তোমার জল।
রঘুনাথ রাজা হবেন অযোধ্যানগরে
জল লইতে আসিয়াছি তোমার সাগরে।
মনে তোলাপাড়া করেন নল মহাবল
রত্ন কলসি ভরিলেন গঙ্গা সাগরের জল।

কলসি ভরিয়া থুইল জাঙ্গালের উপরে
চিহ্ন চাহিয়া নল বীর বেড়ায় তীরেতীরে।
সম্মুখে দেখিল গাছ শ্বেত চন্দন
ডাল ভাঙ্গিয়া জলের উপর দিল আচ্ছাদন।
শ্বেত চন্দনের ডালে আচ্ছাদিল পানি।
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী।
উত্তর সাগর অযোধ্যায় হাজার যোজন
কোন বীর যাইবে ভাবিছে মনেমন।
শ্রীরাম সুগ্রীব দোঁহে করেন অনুমান
হাতে কলসি আকাশে উঠিল হনুমান।
দুড়ং শব্দে যায় পবনে করিয়া ভর
লেজের টানে উপাড়য়ে গাছ পাতর।
আকাশে থাকিয়া গাছ জলে স্থলে পড়ে
বন্ধু অনুবর্ত্তি যেন বান্ধব বাহড়ে।
পবনগমনে যায় পবননন্দন
দুই দণ্ডের ভিতর গেল হাজার যোজন।
কলসি ভরিয়া থুইল সাগরের পাড়ে
চিহ্ন চাহিয়া হনুমান বেড়ান উভরড়ে।

অগৌর চন্দনের ডাল দিলেক চাকনি
সুগ্রীবের কাছে থুইল প্রভাত রজনী।
সভাকার পাছে গেল বীর হনুমান
জল লইয়া আইল বীর সভার আগুয়ান।
গয় গবাক্ষ সরভ আর গন্ধমাদন
কেশরী কুমুদ আর গবাক্ষ চন্দন।
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর বীর পনস
সকল তীর্থের জল আইল সাত শত কলস।
রাম সীতা দুই জনে বসিল সিংহাসনে
রামের মাতায় জল ঢালে সুগ্রীব বিভীষণে।
স্বর্গ মর্ত্ত পাতালেতে দুই রাজা কষ্করে
দুই রাজা ছত্র ফিরান শ্রীরামের উপরে।
পৃথিবীতে রাজা লক্ষ কোটি অযুত
রাম অভিষেকে সব দ্বারেতে মজুত।
স্বর্গ লোক মর্ত্ত লোক আইল পাতাল
অযোধ্যায় ত্রিভুবন হইল মিশাল।
সপ্তদ্বীপের ভিতর আছিল যত রাজা
অযোধ্যায় আইল সভে করিতে রামের পূজা।

রহিবারে স্থান নাই কটকের স্থলস্থলি
নানা শব্দে বাদ্য বাজান দেন করতালি।
চারিভিতে চামর চুলায় সকল রাজাগন
রামের কাছে২ বেড়ান ভাই তিন জন।
ব্রহ্মা বলেন এখন না যাব রঘুনাথের স্থান
দেবকন্যাগন গিয়া করুন কল্যান।
তেত্রিশ কোটি দেবতা লইয়া রহিল অন্তরীক্ষে
সকল দেবকন্যা রামের সমুখে।

রতী সতী পার্ব্বতী লীলাবতী ভানুমতী
আইল অভিষেকসন্নিধানে
হাতে লইয়া দূর্ব্বা ধান রহিল শ্রীরামের স্থান
রাম সীতারে করিতে কল্যান।
জয়জয় রামচন্দ্রের রহিল রঘুনাথের
হইল অভিষেক রাম
স্বর্ন খাটে বসিল রাম চারি ভাই অযোধ্যায়
জননীরে করিল প্রণাম।

আইল বিদ্যাধরীগণে অভিষেকনিমন্ত্রণে
হরষিত হইল কমললোচন
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী হরষিত স্বর্গপুরী
নৃত্য গীত বাদ্য বাজন।
আইল রাজা প্রজাগণে অভিষেকনিমন্ত্রণে
হরষিত হইল ত্রিভুবনে
নানা রত্নবর দানে তুষিল যত ব্রাহ্মণে
রামের অভিষেক কীর্ত্তিবাস ভনে।

ব্রহ্মা ফেলাইয়া দিল সোনার পদ্মমালা
অন্তরীক্ষে পড়িল মালা রঘুনাথের গলা।
মনি মানিকেতে নির্ম্মিত রত্নহার
ইন্দ্র পাঠাইয়া দিল রামের অলঙ্কার।
নানা মনি মানিক রত্ন পরশ পাত্তর
কুবেরের হার পড়িল কণ্ঠার ওপর।

দেবের অলঙ্কারে রাম হইল ভূষিত
রঘুনাথ রাজা হইল জগৎ হরষিত।
রঘুনাথের অভিষেক শুনে যেই নরে
ইহ লোকে সম্পদ বাড়ে পর লোক তরে।
অভিষেক রামের ভাই যেই নরে শুনে
সকল মঙ্গল তার বাড়ে দিনেদিনে।
পৃথিবীর ব্রাহ্মণ গেল রঘুনাথের স্থান
তিন কোটি সের সুবর্ন ব্রাহ্মণে দিল দান।
গ্রাম ভূমি দেন কারে করিতে উপভোগ
সংসার বিলান রাম যে যত যোগ।
পূর্ন চৈত্র মাস পুনর্ব্বসু নক্ষত্র
শুভক্ষণে রামের উপর ধরিল দণ্ড ছত্র।
সোনার পদ্মমালায় গলে সূর্য্যহেন জ্বলে
হেন মালা দিল রাম সুগ্রীবের গলে।
অঙ্গদের বাপ মারিয়া শ্রীরাম লজ্জিত
রঘুনাথের দান পাইয়া অঙ্গদ ভূষিত।
ছত্রিশ কোটি সেনা পাইল রঘুনাথের দান
অভিমানে রা নাহি কাড়ে হনুমান।

রঘুনাথের দান পাইয়া সভে হইল সুখী
অভিমানে হনুমান বুজিল দুটি আঁখি।
কোন অপরাধ করিনু প্রভুর চরণে
সভারে তুষিল মোরে না তুষিল কেনে।
হনুমান দেখিয়া সীতা কাড়িল গলার হার
হারের মূল্য নাহিক বস্তু ত্রিভুবনের সার।
হার দেখিয়া ত্রিভুবন চাহেন ঘরঘর
নানা রত্ন মনি মানিক পরশ পাতর।
বড়বড় সেনাপতি করে অনুমান
সভে বলে সীতার গলার হার কেবা পান।
হাতে হার করিয়া সীতা শ্রীরাম নেহালি
রামভিতে চান সীতা হাতে হার ধরি।
সীতার মন বুঝিয়া রাম করিল সম্বিধান
যারে তোমার ইচ্ছা যায় তারে কর দান।
অনুদ্দেশ থাকিতে যেবা উদ্দেশ করে
মরিয়া ছিলাম প্রান দান দিলেন বারেং।
এইমত বুঝিয়া সীতা হার কর দান
কোন জন না করিবে হারের অভিমান।

হনুমানের পানে সীতা নেহালে বারেং
ধাইয়া গিয়া হনুমান গলায় হার পরে।
হনুমানের গলায় শোভে সীতার হারছড়া
সীতার চরনে বীর হাত করিল যোড়া।
সীতা বলেন যত কাল থাকিবে পৃথিবী
রোগ পীড়া না হবে বাপু হইও চিরজীবী।
চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্র নদীত প্রচার
যাবৎ রামের নাম থাকিবে সংসার।
ততকাল হইও তুমি অক্ষয় অমর
হনুমান অমর হইল সীতার পাইয়া বর।
রামনাম দুই অক্ষর হইবেক যেই স্থানে
যথাতথা থাকিবে তুমি আসিবে সেইখানে।
বিভীষণ দেখিয়া রাম করিলেন আদর
আজি হইতে তুমি আমার ভাই সহোদর।
চারি ভাই ছিলাম আমরা হইলাম পঞ্চ জন
পাঁচ ভাই মেলিয়া এখন করিব প্রযোজন।
দুই মাস ছিলাম তথা রাক্ষস বানর
বিদায় করি আপন কার্য্যে চলহ সত্বর।

নানা রত্ন মনি মানিক পাইলেন অলঙ্কার
রামগুন গাইতে২ যান পাইয়া পুরস্কার।
নানা সুখ ভুঞ্জে সভে পাইয়া আদর
দুই মাস ছিল তথা রাক্ষস বানর।
আপন দেশে চলিল ঠাট পাইয়া মেলানি
রামের কথা কহিতে যান অপূর্ব্ব কাহিনী।
পাতা লতা খাইত বানর পরিত কাছুটি
রঘুনাথের প্রসাদে কোঁচার পরিপাটি।
কেমনে পাসরিব প্রভু রামের গুণ
আর কত দিনে দেখিব রামের চরণ।
রাক্ষস বানর ছাড়েন রাম মনুষ্যে বেষ্টিত
চারি ভাই রাজ্য করেন জগতে পূজিত।
দশ হাজার বৎসর করেন লোকের জীবন
জ্যেষ্ঠ থাকিতে কনিষ্ঠের নাহিক মরন।
রামরাজ্যে লোক জন কেহ নাই হিংসে
মতমত রাজাগন শ্রীরাম প্রসংসে।
রামের রাজ্যে শোক না জানে কোন জনা
রাম রাজা বলিয়া লোকের হইল ঘোষনা।

পাত্র মিত্র বসিয়া রাম যুক্তি অনুমানি
পুষ্পক রথেরে রাম দিতেছেন মেলানি।
পুষ্পক রথের তরে রাম কহেন সন্নিধান
বিদায় দিলেন রঘুনাথ সভার বিদ্যমান।
কুবেরের রথ তোমায় জানে সর্ব্ব জনে
কুবেরে জিনিয়া তোমায় নিলেক রাবণে।
হেন রাবণ মারিয়া তোমায় করিলাম উদ্ধার
কুবেরে জানাইও আমার পরিহার।
চলিল যে রথখান শ্রীরাম আদেশে
চক্ষের নিমেষে গেল পর্ব্বত কৈলাশে।
কুবের বলে রথ তোরে কে দিলেক বিদায়
রাবণ লইল তোমায় জিনিয়া আমায়।
শুন বলি রথ তোরে নিলেক রাবণে
তোমার উপর পুষ্পবৃষ্টি করিল গমনে।
পৃথিবী থাকিবেন রাম এগার হাজার বৎসর
রামের সেবা করিলে তোর শুদ্ধ কলেবর।
শ্রীরাম যখন করিবেন বৈকুণ্ঠে গমন
ফিরিয়া দেশেরে তখন করিহ গমন

চলিল যে রথখান কুবেরের আদেশে
আইল গেল রথখান চক্ষুর নিমেষে।
রথ বলে রঘুনাথ কর অবধান
আমায় চড়িতে পারে সংসারের প্রধান।
রামের কাছে রথখান রহে অন্তরীক্ষে
সর্ব্বক্ষণ রথখান শ্রীরামেরে দেখে।
ভরত যত প্রজা লোকের করিল পালন
সকল পাসরিল লোক রামদরশন।
রাক্ষস বানর এড়িয়া রাম মানুষে বেষ্টিত
চারি ভাই রাজ্য করেন পরমপীরিত।
কীর্ত্তিবাস পণ্ডিতের কবিত্ব অমৃতের ভাণ্ড
এত দূরে সমাপ্ত হইল লঙ্কাকাণ্ড।